সি.এচ.আর.আই
২০১৫

পুলিশ সম্পর্কে একশ একটি তথ্য যা আপনি জিজ্ঞেস করতে ভিত ছিলেন

সি.এচ.আর.আই
কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ
কমনওয়েলথ দেশগুলিতে মানব অধিকারের প্রায়োগিক উপলব্ধি করার জন্য

কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ

কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ (সি.এচ.আর.আই) একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ, আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা, কে গঠন করা হয় কমনওয়েলথ দেশগুলিতে মানবাধিকারের প্রায়োগিক উপলব্ধি করার জন্য ।১৯৮৭ সালে অনেকগুলো কমনওয়েলথ ব্যবসায়িক এসোসিয়াশন মিলে সি.এচ.আর.আই এর স্থাপনা করছে। তাদের বিশ্বাস ছিল যে কমনওয়েলথ নিজের সদস্য দেশগুলিকে তেমন মূল্য আর আইনি সিদ্ধান্ত প্রদান করেছে যেগুলির আধারে ওরা কাজ করে এবং এমন মঞ্চ প্রদান করেছে যেখানে মানাভ অধিকার কে সংঘটিত করতে সাহায্য করেছে, কিন্তু কমনওয়েলথ নিজের মধ্যে মানব অধিকারের প্রসঙ্গে ধ্যান কম দিয়েছে।

সি.এচ.আর.আই এর উদ্দেশ্য হল, কমনওয়েলথ এর হারারে সিদ্ধান্তগুলি, ইউনিভার্সাল ডেক্লারেশন অফ হিউমান রাইটস এবং অন্য অন্তরাষ্ট্রিয় মান্যতাপ্রাপ্ত মানব অধিকার তন্ত্র ও কমনওয়েলথ সদস্য দেশগুলিতে মানব অধিকার সমর্থন করা ঘরেলু তন্ত্র ইত্যাদির বিষয়ে জাগরুকতা আর অনুপালন কে উৎসাহিত করা।

নিজের রিপোর্টগুলি এবং অবধীক অনুসন্ধানের মাধ্যমে সি.এচ.আর.আই কমনওয়েলথ দেশগুলিতে মানবাধিকারের প্রগতি ও বাধার প্রতি নিরন্তর ধ্যান আকর্ষিত করে।

মানব অধিকারের উলংঘন থামানোর অবধারণা আর উপায় এর সমর্থনে সি.এচ.আর.আই কমনওয়েলথ সচিবালয়, সদস্য সরকারগুলি তথা সিভিল সোসাইটি এসোসিয়াশনগুলির ধ্যান আকর্ষিত করে। নিজের জন শিক্ষা কার্যক্রম, নীতি সম্বন্ধী বার্তা, তুলনাত্মক শোধ, সমর্থন ও নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সি.এচ.আর.আই এর উদ্দেশ্য নিজের প্রাথমিক বিষয়গুলির জন্য উপরোক্ত রূপে কার্য করা।

সি.এচ.আর.আই এর প্রায়োজক সংঘটনের স্বরূপ একে রাষ্ট্রিয় পরিচয় আর অন্তর্রাষ্ট্রিয় নেটওয়ার্ক প্রদান করে। এই ব্যবসায়িক সংঘটন গুলো নিজের কার্যে মানব অধিকারের মানদন্ড শামিল করে সার্বজনিক নীতির ও মার্গদর্শন করতে পারে তথা মানব অধিকার সূচনা, মানদন্ড আর প্রথার প্রসার এর জন্য একটি মাধ্যমের রূপে কার্য করে। এই সমূহ স্থানীয় তথ্য কে ও প্রোত্সাহিত করে, নীতি নির্মাতা পর্যন্ত তাদের নাগাল আছে, বিষয়গুলি উজাগর করে এবং মানব অধিকার কে উন্নীত করতে একটি সহযোগী হিসাবে কার্য করে।

সি.এচ.আর.আই এর মুখ্য কার্যালয় ভারতে নিউ দিল্লিতে স্থিত তথা এর শাখা উ.কে, লন্ডনে আর ঘানা, আক্রাতে স্থিত।

আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা কমিশন: যশপাল ঘাই - চেয়ারপারসন. **সদস্য:** স্যাম অকুদেজত, অ্যালিসন ডাক্সবারী, নেভিল লিন্টন, ওয়াজাহাত হাবিবুল্লাহ, বিবেক মারু, এডওয়ার্ড মর্টিমার, মায়া দারুওয়ালা।

কার্যকরী কমিটি (ভারত): ওয়াজাহাত হাবিবুল্লাহ - চেয়ারপারসন. **সদস্য:** বি কে চন্দ্রশেখর, নিতিন দেশাই, সঞ্জয় হাজারিকা, কমাল কুমার, পুনম মুটত্রেজা, রুমা পাল, জ্যাকব পুনুস, এ পি শাহ ও মায়াদারুওয়ালা (ডিরেক্টর) ।

কার্যকরী কমিটি (ঘানা): স্যাম অকুদজেত - চেয়ারপারসন. **সদস্য:** একটো অম্পব, কফি কুবাশিগাহ, যশপাল ঘাই, ওয়াজাহাত হাবিবুল্লাহ, নেভিল লিন্টন, জুলিয়েট তুয়াক্লি, মায়া দারুওয়ালা।

কার্যকরী কমিটি (ইউ কে): নেভিল লিন্টন, - চেয়ারপারসন, **সদস্য:** রিচার্ড বোর্ন, মীনাক্ষী ধর, ক্লেয়ার, ডে ফ্রান্সেস হ্যারিসন, ডেরেক ইনগ্রাম, রিতা পেইন, পূর্ণা সেন, সৈয়দ শরফুদ্দিন, জো সিলভা, মাইকেল স্টোন।

* কমনওয়েলথ জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন, কমনওয়েলথ আইনজীবী সমিতি, কমনওয়েলথ আইনগত শিক্ষা এসোসিয়েশন, কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী এসোসিয়েশন, কমনওয়েলথ প্রেস ইউনিয়ন এবং কমনওয়েলথ সম্প্রচার এসোসিয়েশন.

আইএসবিএন: 81-88205-67-2

© কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ, 2009 অনুবাদ ও, ফেব্রুয়ারী, 2015 ডিসেম্বর মুদ্রিত
এই রিপোর্ট থেকে উপাদান যথাযথভাবে উৎস স্বীকার করে, ব্যবহার করা যেতে পারে.

সদর দফতর,
55 সিদ্ধার্থ চেম্বারস
কালু সরাই
তৃতীয় তল
নতুন দিল্লি 110016
ফোন: + 91-11-4318-0200, 4318-0201
ফ্যাক্স: + 91-11-2686-4688
info@humanrightsinitiative.org

সি.এচ.আর.আই, যুক্তরাজ্য,
কমনওয়েলথ স্টাডিজ ইনস্টিটিউট
28, রাসেল স্কয়ার
লন্ডন WC1B 5DS
ইউ কে
ফোন: + 44-0-207-862-8857
ফ্যাক্স: + 44-0-207-862-8820
chri@sas.ac.uk

সি.এচ.আর.আই , আফ্রিকা
হাউস ন. ৯, সামোরা ম্যাশেল
স্ট্রিট এসাইলাম ডাউন
অপজিট বেভারলি হিল্স হোটেল
নিয়ার ট্রাস্ট টাওয়ার, আক্রা, ঘানা
ফোন: + 233-302-971170
টেলিফোন / ফ্যাক্স: + 233-302-971170
chriafr@africaonline.com.gh

www.humanrightsinitiative.org

পুলিশ সম্পর্কে একশ একটি তথ্য যা আপনি জিজ্ঞেস করতে ভিত ছিলেন

ইংরাজিতে রচয়িতা

মায়া দারুওয়ালা

নওয়াজ কোতবাল

মুখবন্ধ

প্রতিদিন আমাদের পুলিশকর্মীদের সম্পর্কে আসতে হয়। তাদের নানা কাজে ব্যস্ত দেখি। কখনও তারা পরিবহন, জনতা নিয়ন্ত্রণ করছেন, কখনও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের প্রহরা দিচ্ছেন, কড়া পাহারায় অভিযুক্তদের আদালতে নিয়ে যাচ্ছেন, আবার কখনও আদালতে সাক্ষ্য দিচ্ছেন। থানায় অভিযোগ জানাতে গিয়ে তাঁদেরকে দেখি। দেখি দুষ্কৃতি ও সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলা করছেন তাঁরা । আমরা খবরের কাগজে, টিভি ও লোক মুখে পুলিশ সম্পর্কে অনেক কথা শুনে থাকি । প্রত্যেকেই পুলিশ সম্পর্কে কিছু অপ্রসংসনীয় মতামত দিয়ে থাকেন । তবে এটাও সত্য যে বেশিরভাগ মানুষ পুলিশ সম্পর্কে কমই জানেন।

গণতন্ত্রে উর্দিপরিহিত পুলিশকর্মীরা ক্ষমতাধীনসরকারের প্রতিনিধি নন। সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করা, বা জনসাধারণকে দমন করা পুলিশের কাজ নয়। বরং তাদের কাজ হল ফায়ারব্রিগেড বা পরিষেবাভুক্ত কর্মীদের মতো অত্যন্ত জরুরি কাজের মতো। জনগনের প্রত্যেককে রক্ষা করা ও নিরাপত্তা দেওয়া তাদের আইনি কর্তব্য। আমলাদের মতোই পুলিশকর্মীরা সরকারী কর্মচারী এবং জনগনের টাকায় তাদের বেতন দেওয়া হয়।

পুলিশের যেমন আমাদের প্রতি কর্তব্য রয়েছে, তেমনি আমাদেরও পুলিশের প্রতি কর্তব্য রয়েছে। সমস্যায় পড়লে পুলিশের কাছে যাব আর অন্য সময়ে তাদের নিন্দা করব বা ভয়পাব এটা কখনও দায়িত্বশীল নাগরিকের উচিত কর্তব্য নয়। আইনের শাসন স্থাপন করতে জনগণ এবং পুলিশ কে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে। আমাদের জানা দরকার কিভাবে পুলিশকর্মীরা তাঁদের দায়িত্ব সম্পন্ন করে থাকেন, তাঁদের ক্ষমতার সিমাগুলি কি এবং তাঁরা কি কি মুশকিলের সন্মুখহীন হন। তাদের প্রতিষ্ঠান, কর্তব্য এবং ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমাদের জানা আবশ্যক। আমাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে জানা ও এইভাবে গুরুত্বপূর্ণ যাতে পুলিশ বা কোন ও নাগরিক আইন লঙ্ঘন করতে না পারেন বা আইন লঙ্ঘন করে ছাড় না পেতে পারেন। একেই বলে আইনের শাসন।

এই পুস্তিকাটি পুলিশ সম্পর্কে জানার সহজ সহায়ক। যখন আমরা আস্থার সঙ্গে কথা বলতে পারব এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সজাগ হব তখনই আমাদের পরিবর্তন ঘটবে। এই বইটি প্রকাশিত হলো এই আসা নিয়ে যে জনগণ পুলিশ ও নিজেদের অধিকার সম্পর্কে জানবে এবং এই জ্ঞানের দ্বারা পুলিশের কাছ থেকে আর ও ভালো পরিষেবা দাবি করবে যা তাদের প্রাপ্য।

বাংলায় অনুবাদ- পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকারকমিশন এর পক্ষে রেজিস্ট্রার

-রবীন্দ্রনাথ সামন্ত

বাংলায় সংশোধিত - তাহমিনা লস্কর

১) পুলিশের প্রয়োজনীয়তা কী?

আমাদের পুলিশ বাহিনী আছে নাগরিক নিরাপত্তা দিতে। তাদের কাজ সমাজে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা, অপরাধ রোধ করা ও খুঁজে বের করা। পুলিশের কাজ আইন কার্যকর করা এবং এটা সুনিশ্চিত করা যে পুলিশকর্মীসহ সকল ব্যক্তি আইন মেনে চলছেন।

২) পুলিশের কর্তব্য কি কি?

পুলিশ বাহিনীর কাজ অনেক। তবে প্রধান কাজ অপরাধরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা। যখনই অপরাধ ঘটবে পুলিশ অপরাধীকে খুঁজে বের করে যথাযত তদন্ত করবে। পুলিশ সরকারের পক্ষে সত্য ও সাক্ষ্যভিত্তিক কেস প্রস্তুত করবে আদালতে পেশ করার জন্য। পুলিশের এটা কর্তব্য যে তাঁরা সার্বিক ভাবে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখবে। পুলিশ যেখানে কাজ করছে সেখানকার চারপাশে দুষ্কৃতিদের উপর নজর রাখা, অপরাধ রোধ করার জন্য আগাম খবর সংগ্রহ করা ইত্যাদি।

হাথে নাথে ধরা পড়েছ

৩) পুলিশ ক্ষমতা বলতে কি বোঝায়?

তদন্ত

আইনপ্রদত্ত পুলিশের নানাবিধ ক্ষমতা আছে এবং পুলিশ তা অবশ্যই প্রয়োগ করবে আইনানুসারে। অন্যপদ্ধতিতে নয় শুধু আইনিপদ্ধতি মেনে পুলিশ গ্রেফতার, তল্লাশি, অপরাধের তদন্ত, সাক্ষ্যদের ও সন্দেহভাজনেদের জিজ্ঞাসাবাদ এবং উশৃঙ্খল জনতা কে দলভঙ্গ করতে পারে এবং সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখবে। নিজের ইচ্ছানুসারে পুলিশ কোন ও কাজ করতে পারে না। ক্ষমতার অপব্যবহার, কর্তব্যে অবহেলা, পুলিশ শৃঙ্খলাভঙ্গ, অন্যায়, অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে এবং একারণে একজন পুলিশ অধিকারীর শাস্তি ও হতে পারে।

৪) ভারতবর্ষে কি একটিই পুলিশ বাহিনী আছে?

না। প্রত্যেক রাজ্যে সেই রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণে একটি পুলিশ বাহিনী থাকে। সেকারনে ভারতবর্ষে অনেক পুলিশবাহিনী আছে। তবে যেসব পুলিশ বাহিনী দিল্লি,

চন্ডিগড়, পন্ডিচেরি, দমন ও দিউ, লকশ্বদ্বীপ, দাদরা ও নগরহাবেলি এবং আন্দামান ও নিকোবারে কর্মরত তারা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে।

৫) অর্ধসামরিকবাহিনী বলতে কি বোঝায়?

অর্ধসামরিকবাহিনী যেমন সেন্ট্রাল রিসার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ), আসাম রাইফেলস, ইণ্ড তিবেটান বর্ডার পুলিশ (আই,টি,বি,পি) এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ডস (এন,এস,জি)হল সশস্ত্র বাহিনী এবং এই বাহিনীগুলি গঠিত হয়েছে দেশের সামিরিকবাহিনীর সঙ্গে এবং একারণে এই বাহিনীগুলি কে আর্ধাসামরিকবাহিনী বলা হয়। সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ এবং সামাজিক অস্থিরতা রুখতে এই বাহিনিগুলি পুলিশকে সাহায্য করে।

৬) যে কেউ কি পুলিশ অধিকারী হতে পারেন?

হ্যাঁ । যে কেউ পুলিশ অধিকারী হতে পারেন। তবে তাকে এই পদের জন্য যেসকল ন্যুনতম যোগ্যতার প্রয়োজন তা পূরণ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কনস্টেবল পদের জন্য প্রার্থী কে কম পক্ষে স্কুলের গন্ডী পেরোতে হবে এবং সাবইন্সপেক্টর পদের জন্য স্নাতক হতে হবে।

৭) কেমন করে পুলিশ আধিকারিক হওয়া যায়?

পুলিশবাহিনীর তিনটি স্থর আছে যাতে যোগদান করা যেতে পারে। রাজ্যস্থরে পুলিশের কনস্টেবল পদে যোগদান করে ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ পর্যন্ত পদোন্নতি করতে পারে। অন্যদিকে, সাব ইন্সপেক্টর পদে যোগদান করে পদোন্নতি পেয়ে জেলার পুলিশ সুপার হওয়া যেতে পারে।

কনস্টেবল ও সাব-ইন্সপেক্টর দের কে একটা লিখিত ভর্তি পরীক্ষা দিতে হবে। সেটায় আপনি পাশ করার পরে একটা শারীরিক যোগ্যতার পরীক্ষা দিতে হবে। শারীরিক পরীক্ষায় পাশ করলে আপনাকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। মৌখিক পরীক্ষার পরে একটা মেডিকেল চেক আপ হয় এটা নির্দিষ্ট করার জন্য যে আপনি শারীরিক ভাবে সুস্থ । এই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে চূড়ান্ত নির্বাচনা করা হয়।

আই, পি, এস দের কিন্তু কেন্দ্র সরকার নিযুক্ত করে আর এর পদগুলি এডিশনাল/ এসিস্টেন্ট সুপারিনটেনডেন্ট বা সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ থেকে শুরু হয়।

৮) আই,পি,এস কি?

আই,পি,এস এর মানে হল ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস। এটি হল ভারত সরকারের অধীন তিনটি সর্বভারতীয় স্থরের চাকরির অন্যতম। অন্য দুই সর্বভারতীয় স্থরের চাকরি হল ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস (আই,এ,এস) এবং ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস (আই,এফ,এস) । আই,পি,এস, এর সাধারন পুল থেকে পুলিশ অফিসার দের নিয়ে সারা ভারতে পাঠানো হয় কাজ করার জন্য।

৯) কেমন করে আই, পি, এস এ যোগ দিব?

প্রথমে ইন্ডিয়ান পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রাথমিক পরীক্ষায় বসতে হয়। পরীক্ষার তারিক এবং পরীক্ষা কেন্দ্র সময়ে সময়ে স্থানীয় এবং জাতীয় স্তরের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় । এই পরীক্ষায় সফল হলে মূল পরীক্ষায় বসা যাবে। মূল পরীক্ষায় সফল হলে ইন্টারভিউ বোর্ড মৌখিক পরীক্ষা নেবে। নির্বাচিত হলে প্রার্থী কে জিজ্ঞেস করবে যে ফোরেন সার্ভিস, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস, পুলিশ সার্ভিস, রেভিনিউ সার্ভিসের মধ্যে কোন সরকারী চাকরিতে তিনি যোগ দিতে পছন্দ করছেন। তবে উচ্চ নম্বর পেলে পচন্দসই চাকরি পাওয়া যাবে, কারন বিভিন্ন সিভিল সার্ভিসে চাকরি বিতরন হয় মেধার ভিত্তিতে।

১০) আই, পি, এস অফিসার হিসাবে কি ট্রেনিং নিতে হবে?

আই, পি, এস এ যোগ দিলে মসুরি তে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী একাডেমী অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এ ভিত্তিমূলক ট্রেনিং কোর্স নিতে হবে । তারপর বেসিক ট্রেনিং হবে হায়দ্রাবাদের ন্যাশনাল পুলিশ একাডেমীতে। এর পর সময় সময় ইন-সার্ভিস ট্রেনিং ও হবে।

১১) অন্য পুলিশকর্মী বা আধিকারিকদের কি ধরনের ট্রেনিং নিতে হয়?

আই, পি, এস আধিকারিক ছাড়া অনান্য পুলিশ আধিকারিক এবং কনস্টেবল দের জন্য প্রায় সব রাজ্যেই ট্রেনিং স্কুল আছে। পরে সময়ে সময়ে চাকরির মাঝে তাদের ট্রেনিং দেওয়া হয়। এছাড়া তাদের শারীরিক ট্রেনিং, অস্ত্র ব্যবহার ট্রেনিং, প্রাথমিক পরিষেবা, দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণ এবং বিনা অস্ত্রে পরিস্থিথি মোকাবিলার ট্রেনিং দেওয়া হয় । এছাড়া ক্লাস রুমে তাঁদের ট্রেনিং দেওয়া হয় বিভিন্ন ফৌজদারি আইনের ও কার্যবিধির উপর । তাঁদেরকে অনুসন্ধান পদ্ধতি, ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং বিভিন্ন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য যথাযত ট্রেনিং দেওয়া হয় ।

১২) আমাদের দেশে কত পুলিশ থানা রয়েছে?

জানুয়ারী ২০১৩ পর্যন্ত আমাদের দেশে মোট ১৪,৩৬০ টি থানা আছে । এর মধ্যে ৫০২ টি হল মহিলা পুলিশ থানা ।

১৩) আমাদের কি যথাযত সংখ্যার পুলিশকর্মী আছে ?

না। রাষ্ট্রসংঘের নিয়ম অনুসারে ১,০০,০০০ লোকের জন্য ২৩০ জন পুলিশকর্মীর প্রয়োজন। কিন্তু ভারতবর্ষে ১,০০,০০০ লোকের জন্য ১৩৬ জন পুলিশকর্মী রয়েছেন। জনসংখ্যার তুলনায় একমাত্র ভারতবর্ষেই পুলিশের সংখ্যা কম। অনেক শূন্যপদ পূর্ণ করা হয় না। যদিও সরকারী ভাবে ২২ লক্ষ পুলিশ পদ অনুমোদিত আছে , কিন্তু বাস্তবে এদেশের পুলিশের সংখ্যা ১৬.৬ লক্ষ। এর অর্থ অনুমোদিত পদের তুলনায় পুলিশের সংখ্যা ২৪.৮% কম। তবে এটা সম্পূর্ণ চিত্র নয় কারণ বড় শহরগুলিতে ছোট শহরগুলির তুলনায় পুলিশকর্মী সংখ্যায় অনেক বেশি। শুদু তাই নয় অনেক পুলিশকর্মী মুষ্টিময় কয়েক জন ভি.আই.পী দের সুরক্ষায় নিয়োজিত। প্রশাসনিক ও ট্রাফিক চালন সামলানোর জন্য প্রচুর পুলিশকর্মীর প্রয়োজন হয়। সেকারনে অপরাধ রোধ, অপরাধ উন্মোচন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত পুলিশের অভাব দেখা যায়।

১৪) পুলিশ বাহিনীতে মহিলা পুলিশকর্মী থাকে কি?

হ্যাঁ । তবে গোটা পুলিশ বাহিনীতে মহিলা পুলিশকর্মীর সংখ্যা পাঁচ শতাংশের কম। অনান্য রাজ্যের অনুপাতে মহারাষ্ট্র পুলিশ এ রয়েছে সবচেয়ে বেশি মহিলা পুলিশকর্মী।

১৫) মহিলা পুলিশ আধিকারিকদের কাজ কি ভিন্ন?

না। আইন অনুযায়ী একজন মহিলা পুলিশকর্মী এবং একজন পুরুষ পুলিশকর্মীর কাজ - কর্তব্যের কোন ফারাক নেই। কিন্তু একমাত্র মহিলা পুলিশকর্মীদের নিয়োজিত করা হয় মহিলা থানাগুলিতে।

১৬) পুলিশ বাহিনীতে কি বিশেষ কোন ও সংরক্ষণ বা কোটা আছে?

হ্যাঁ । পুলিশ বাহিনী তে নিয়োগ করার জন্য বিশেষ কোটা থাকে। মোট ১০.৬৬ % অনুসূচিত জাতি, ৮.৫৩% অনুসূচিত জনজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী ১৬.৯৪% আছে জানুয়ারী ২০১৩ হিসাবে পুলিশ বাহিনীতে যাদের বিশেষ কোটা দ্বারা নিয়োগ করা হয়েছে । কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এই রকম নিয়োগের নিজস্ব নিয়ম আছে. তবে, সংখ্যালঘুদের জন্য বা মহিলাদের জন্য কোন বিশেষ রিজার্ভেশন নেই। পুলিশ বাহিনীতে মোট মুসলিম আইপিএস অফিসার মাত্র ৪% এবং কনস্টেবল প্রায় ৬% ।[1]

১৭) কেন পুলিশ বাহিনীতে দলিত, মহিলা, মুসলিম, খ্রীষ্টান, আদিবাসী ও অন্যান্যদের প্রয়োজন কেন?

প্রত্যেক ধর্ম, শ্রেণী, জাতি ও উপজাতি থেকে আসা নর নারী নিয়ে গঠিত পুলিশ বাহিনী অনেক গুরুত্ব বহন করে। এরকমে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও সংস্কৃতি ভুক্ত মানুষদের আচার আচরন সম্পর্কে বোঝাপড়া বাড়ে এবং পুলিশকর্মীদের কুসংস্কার মুক্ত করে।

ডী.জী.পী

১৮) একজন ব্যক্তি পুলিশ আধিকারিক না অন্য কোন ও সরকারী কর্মী তা কেমন করে বলতে পারব?

পুলিশ আধিকারিকদের খাকি বা নীল রঙের আলাদা ইউনিফর্ম থাকে। সঙ্গে মাথায় টুপি কোমরে বেল্ট ও কাঁধে চাপরাস। এসব প্রদর্শন করে পুলিশ আধিকারিকরা কোন ফোর্সের সঙ্গে যুক্ত এবং কোন পদে নিযুক্ত। এছাড়া ধাতুখন্ডে খোদিত পুলিশ আধিকারিকদের নাম বুকে প্রদর্শিত থাকে।

আই.জী.পী

১৯) পুলিশের বিভিন্ন পদগুলি কি?

পুলিশ বাহিনীর সর্বনিম্ন পদ হল কনেস্টবল। এর উপরের পদগুলি যথাক্রমে হেড কনেস্টবল (এইচ, সি),অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব - ইন্সপেক্টর (এ, এস, আই), সাব - ইন্সপেক্টর (এস, আই), অ্যাসিস্ট্যান্ট / ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ (এ, এস, পি/ ডি, ওয়াই, এস, পি), এডিশনাল সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ, সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ (এস, পি), সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ (এস, এস, পি), ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (ডি, আই, জি), ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (আই, জি), অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (এ, ডি, জি), এবং সবার উপরে ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (ডি ,জি, পি)।

ডী.ওয়াই.আই.জী.পী.

২০) বিট কনস্টেবল কাকে বলা হয় ?

এস.এস.পী

না, বিট কনস্টেবল এমন কোন ও পুলিশ আধিকারিক নন যিনি আপনাকে "বিট" বা প্রহার করবেন। এটা আমাদের জানা, কেউ গ্রেফতারে বাধার সৃষ্টি না করলে বা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা না করলে কোন ও পুলিশকর্মীকে শক্তি প্রয়োগ করার অধিকার দেওয়া হয়নি। কোন ও পুলিশ আধিকারিক নিয়মিতভাবে নিজে বা অন্য পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে কোন ও নির্দিষ্ট এলাকায় টহল দিলে তাকে বিট পুলিশ আধিকারিক বলা হয়। টহল মাধ্যমে এই পুলিশ আধিকারিক এর কাজ হল সব কিছু শৃঙ্খলার সঙ্গে চলছে কি না দেখা এবং কোন ও সন্দেহভাজন ব্যক্তি যেন ঘুরাঘুরি না করে। রাতের টহলে বিট কনস্টেবল জোরে হাঁক দেবেন এবং লাঠি দিয়ে আঘাত করে জানান দেবেন তিনি প্রহরায় আছেন।

---

[1] সচ্চার কমিটি রিপোর্ট , নভেম্বর ২০০৬

২১) পুলিশকর্মীদের কি ভিন্ন ভিন্ন দায়ীত্ব থাকে ?

না। কনস্টেবল থেকে ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ পর্যন্ত যত পুলিশকর্মী বা আধিকারিকরা আছেন তাঁদের প্রত্যেককে সুনিদিষ্ট কাজ বন্টন করা হয়। প্রত্যেক রাজ্যে যে পুলিশ ম্যানুয়াল আছে তাতে তাদের কাজগুলি তালিকাভুক্ত করা আছে। যে কাজগুলি একজন সিনিয়র আধিকারিকের এর জন্য নিদিষ্ট করা আছে তা একজন জুনিয়র আধিকারিক করতে পারেন না। উধাহরণ স্বরূপ, একজন পুলিশের এস, আই পুলিশ সুপারের কাজগুলি করতে পারবেন না। কিন্তু অন্যদিকে জুনিয়র আধিকারিক যা করতে পারেন তা সিনিয়র আধিকারিক ও করতে পারেন।

২২) একজন ট্রাফিক পুলিশ আধিকারিক কি ট্রাফিক অপরাধ ছাড়া অন্য অপরাধের জন্য কাউকে গ্রেফতার করতে পারেন?

হ্যাঁ । যদিও তাঁর মূল দায়ীত্ব ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, কিন্তু তিনি যদি দেখেন যে কেউ তার সামনে অপরাধ ঘটিয়েছে সে ক্ষেত্রে তিনি অন্য পুলিশ আধিকারির মতোই বা সাধারণ নাগরিক হিসাবে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে পারেন।

২৩) সি, আই, ডি কি?

সি, আই, ডি হল ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট। এই ডিপার্টমেন্ট তথা বিভাগকে কখন ও কখন ও বলা হয় বিশেষ শাখা বা তদন্তকারী শাখা। প্রতারনা, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘটানোর অপরাধ ও আন্তরাজ্য অপরাধের তদন্তের জন্য সি, আই, ডি কে ডাকা হয়।

২৪) সি, আই, ডি কি পুলিশ থেকে আলাদা?

না। সি, আই, ডির কর্মী বা আধিকারিকরা পুলিশকর্মী বা আধিকারিকদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হন।

২৫) পুলিশ বাহিনীর শীর্ষ আধিকারিক কে?

প্রত্যেক রাজ্যে পুলিশ বাহিনীর একজন শীর্ষ আধিকারিক থাকেন। এই শীর্ষ আধিকারিককে বলা হয় ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (ডি,জি, পি)। কিন্তু তিনি শীর্ষ আধিকারিক হয়ে ও তাঁকে সরকারের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। রাজ্যে বা কেন্দ্রের সরাষ্ট্র দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হলেন তার "বস " বা তত্বাবধায়ক।

২৬) কেন পুলিশের শীর্ষ বা মূখ্য আধিকারিক কে মন্ত্রীর কাছে জবাবদিহি করতে হয়?

প্রতিটি নাগরিকের জীবন ও সম্পত্তির সুরক্ষা বজায় রাখা সরকার ও পুলিশের মূল কর্তব্য। একারনে পুলিশকে সরকারের কাছে জবাবদিহি করতে হয় কিভাবে তারা দায়িত্ব পালন করছে। পক্ষান্তরে, সরকারের এটা দায়িত্ব জনতাকে সুনিশ্চিত করা যে পুলিশ বাহিনীর লোকজন সৎ, স্বচ্ছ, এবং দক্ষ এবং তারা কাজ করছেন আইনমাফিক নিজের খুশিমতো নয়।

২৭) পুলিশকে কে বেতন দেয়?

করদাতাদের টাকায় পুলিশের মাইনে হয়। রাজ্য সরকারের বাজেট বা কেন্দ্রিয় সরকারের বাজেট থেকে পুলিশের বেতন আসে। কিন্তু বাস্তবে বাজেটের এই অর্থ যোগান করদাতারা।

২৮) কোথা থেকে পুলিশকে অর্থ বরাদ্দ করা হয়?

পুলিশি পরিষেবার জন্য প্রতিটি রাজ্য শুদু পুলিশের জন্য আলাদা বাজেট করে। পুলিশ এই বাজেট থেকে টাকা পায়।

২৯) কে বাজেট অনুমোদন করেন এবং বাজেটের অর্থ কিসে বেশি ব্যয় হয়?

বাজেট ঠিক করে রাজ্য বিধানসভা। কেন্দ্রিয় শাসিত অঞ্চলের জন্য বাজেট অনুমোদন করে লোকসভা। এই বাজেটের প্রথম খসড়া তৈরী করেন প্রশাসনিক বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল। এই খসড়া অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয় রাজ্যের ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশকে। সেখান থেকে তা পাঠানো হয় স্বরাষ্ট্র দফতরে। এরপর অর্থমন্ত্রক এটা অনুমোদন করে পাঠায় কাবিনেট এ রাজ্য বাজেটের অংশ হিসাবে অনুমোদনের জন্য। এরপর এটি রাজ্য বিধানসভায় পাঠানো হয় আলোচনার জন্য। রাজ্য বিধানসভায় আলোচনার পর পুলিশের সার্বিক বাজেট চূড়ান্ত ভাবে অনুমোদিত হয়। রাজ্য পুলিশ বাজেটের সিংহ ভাগ খরচ হয় পুলিশের বেতন দিতে। বাকি খরচ যে খাতে ব্যয় হয় তা হল ট্রেনিং,তদন্ত, পরিকাঠামো, আবাস ইত্যাদি তে।

৩০) পুলিশকে যে অর্থ দেওয়া হয় তা সঠিক ভাবে ব্যয় হচ্ছে কিনা তা কেমন করে জানব?

পুলিশ যে অর্থ ব্যয় করে প্রতি বছর তার হিসেব-নিকেশ,পরীক্ষা- নিরীক্ষা করে কম্পট্রলার ও অডিটর জেনারেল। পরীক্ষিত হিসেব-নিকেশ পেশ করা হয় লোকসভা ও বিধানসভাগুলিতে। এগুলি একবার পরীক্ষিত হলে তা পাওয়া যায় স্বরাষ্ট্র বা পুলিশ বিভাগের ওয়েবসাইট এ বা লোকসভা লাইব্রেরি তে। তথ্য জানার অধিকার আইনের মাধ্যমে ও বার্ষিক পুলিশ ব্যয়ের তথ্য জানা যায়। সেহেতু পুলিশ প্রশাসন চলে করদাতাদের টাকায়, সেকারনে প্রত্যেকের যত্নশীল হওয়া উচিত এটা সুনিশ্চিত করা যে পুলিশ খাতে টাকা সঠিক ভাবে ব্যয় হচ্ছে।

৩১) কি কি আইন দ্বারা পুলিশ শাসিত?

বেশিরভাগ রাজ্যের পুলিশ ১৮৬১ সালের পুলিশ আইন (পুলিশ এক্ট) দ্বারা পরিচালিত। তবে কয়েকটি রাজ্যের তাদের নিজস্ব পুলিশ আইন আছে। তবে সব

পুলিশ আইন ই ওই পুরনো আইনের ধাঁচে তৈরী। তবে খুব সম্প্রতি কিছু রাজ্য পুরনো আইনগুলি সংশোধন করে নতুন পুলিশ আইনের সৃষ্টি করেছে। এছাড়া কিছু ফৌজদারি আইন যেমন ফৌজদারি কার্যবিধি এবং ভারতীয় দন্ড বিধি এবং স্থানীয় কিছু আইন আছে যার দ্বারা পুলিশের কাজকর্ম পরিচালিত হয়।

৩২) পুলিশ আইনে কি বলা আছে?

পুলিশ আইনে পুলিশের ক্ষমতা ও ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করা আছে। পুলিশবাহিনী কিভাবে সংগঠিত করা হবে; পুলিশবাহিনীতে কি কি পদ থাকবে; কে এই বাহিনীর পরিচালনা করবেন; কে পুলিশ নিয়োগ করবেন; অপরাধের জন্য একজন পুলিশকর্মী বা আধিকারিক কি বিভাগীয় তদন্তের মুখোমুখি হবেন এবং কি শাস্তি ভোগ করবেন। এছাড়া পুলিশ আইনে কিছু নিয়ম কানুন জনগণ কে মেনে চলতে হবে।

৩৩) পুলিশ আইনে কেন জনসাধারণ কৃত অপরাধের কথা বলা আছে?

কিছু অপরাধের কথা পুলিশ আইনে বলা আছে এটা সুনিশ্চিত করার জন্য যেন প্রত্যেকে জনপথ, জনগণ ব্যবহৃত অঞ্চল পরিছন্ন, বিশৃঙ্খলাহীন, নিরাপদ, শালীনতাপূর্ণ ও রোগবিহীন রাখেন।

পুলিশ কোনো ব্যক্তি কে গ্রেফতার করতে পারে যদি সে রাস্তায় পশুদের ছেড়ে দেয় উন্মুক্ত ঘোরার জন্য, পশু বলি দেয় বা পশুদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করে। কেউ যদি রাস্তা অবরোধ করে, নোংরা করে বা লাইসেন্স ছাড়া রাস্তায় জিনিস পত্র বিক্রি করে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে পারে। এছাড়া কেউ যদি রাস্তায় অশ্লীল আচরন করে, মাতলামি করে বা দাঙ্গা বাধায় বা বিপদজনক জায়গা যেমন কুয়ো বেড়া দিয়ে নিরাপদ রাখতে ব্যর্থ হয় সে ক্ষেত্রে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে পারে।

আইনের প্রহরী

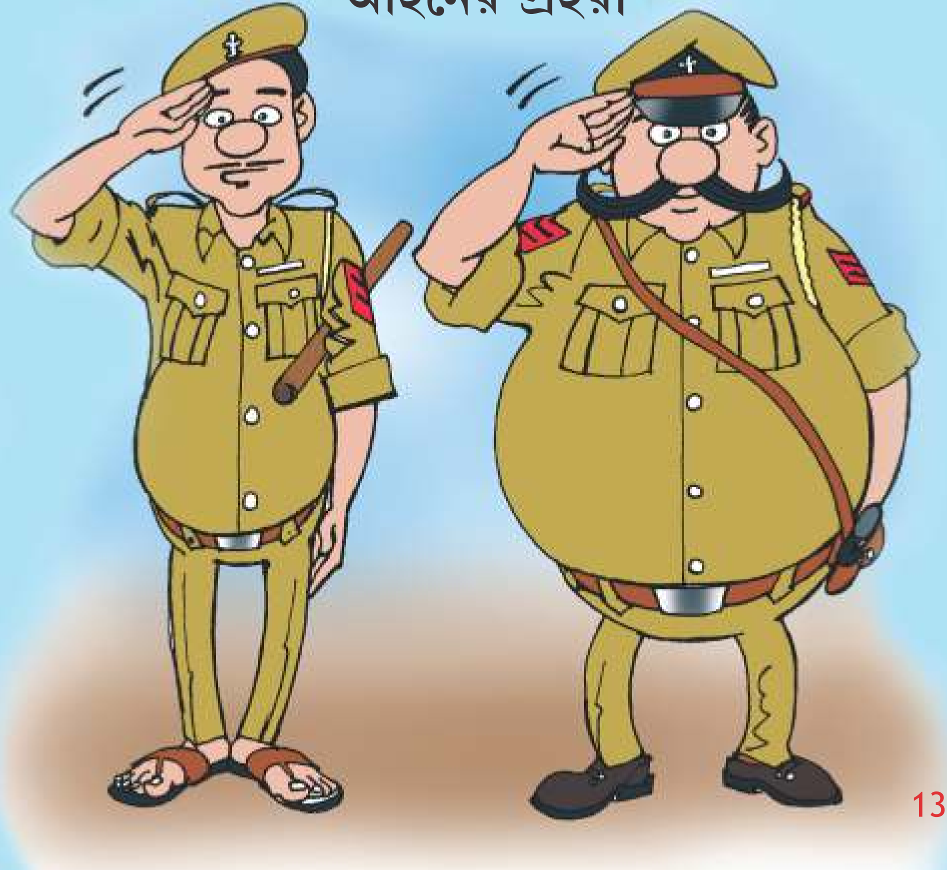

৩৪) "রুল অব ল" বা আইনের শাসন বলতে কি বোঝায়?

আইনের শাসন বলতে বোঝায় জাতি ধর্ম বা সামাজিক ও আর্থিক অবস্থান নির্বিশেষে আমাদের সবাইকে আইন মেনে চলতে হবে এবং আমরা দিনযাপন করব সংবিধান অনুযায়ী রচিত আইনগুলি অনুসরণ করে। কেউ আইনের উর্ধে নন। তাই পুলিশের প্রতিটি কার্য হবে আইনমাফিক এবং যদি না হয় তাহলে পুলিশকে আইনের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তবে আইন গুলি হবে যুক্তিযুক্ত ও ন্যায় সম্মত এবং এর প্রয়োগ হবে নিরপেক্ষ ভাবে।

৩৫) অপরাধ বা আইনভঙ্গের জন্য কোন ও পুলিশ অধিকারীর কি শাস্তি হতে পারে?

হ্যাঁ। একজন সাধারন মানুষের মতো একজন পুলিশ আধিকারিকের শাস্তি হতে পারে যদি তিনি আইন লঙ্ঘন করেন। বস্তুত একজন পুলিশ আধিকারিকের অধিক মাত্রায় শাস্তি হওয়া উচিত কারন তিনি আইনের রক্ষক। যদি সে কোনো অপরাধ করে থাকে তাহলে তাকে ও অন্য অপরাধীর মতই বিচারের জন্য কোর্টে হাজির হতে হবে। যদি সে পুলিশকর্মী কোন অপব্যবহার করে থাকে বা নিজের দায়িত্ব পালন না করে তাহলে তার সিনিয়র আধিকারিক তাকে শাস্তি দিতে পারেন, সতর্কবাণী দিতে পারেন, বেতন কাটতে পারেন,পদে অবনতি ঘটাতে পারেন, সাসপেন্ড করতে পারেন অথবা স্থান বদল ও করতে পারেন।

৩৬) পুলিশ অধিকারীরা বিপজ্জনক কাজ করেন। তারা কি বিমা করান?

হ্যাঁ। পুলিশ আধিকারিকরা বিমা করান। পুলিশ বাহিনীর সব কর্মীকেই গ্রুপ বিমার অধীনে আসার জন্য অর্থ দিতে হয়। এই অর্থ তাদের বেতন থেকে নেওয়া হয়। কর্তব্যরত অবস্থায় মারা গেলে সেই পুলিশ কর্মীর পরিবার কে একটা এককালীন আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়। পুলিশ আধিকারিকদের বিপ্পজনক পরিবেশে কাজ করতে হয়। কর্তব্যরত অবস্থায় বহু পুলিশ আধিকারিক প্রাণ হারান বা আহত হন। এবছর প্রায় ৮০০ এর ও বেশি পুলিশকর্মী কর্তব্যরত অবস্থায় মারা গেছেন। গত দশকে প্রায় ১০০০ পুলিশ আধিকারিক মারা গেছেন। পুলিশকর্মী বা আধিকারিকের মধ্যে কনস্টেবলরাই বেশি প্রাণ হারান।

৩৭) নিজের সুরক্ষার জন্য আমি কি কোনো পুলিশকর্মী কে ব্যক্তিগত খরচে নিয়োগ করতে পারি ?

প্রকৃতপক্ষে গুরতর ভীতিপ্রদর্শনের দ্বারা আপনার জীবন যদি সংকটাপন্ন হয় সেক্ষেত্রে নিরাপত্তার জন্য আপনি পুলিশ আধিকারিককে ভাড়া নিতে পারেন। কখন ও সরকার নিরাপত্তার ব্যবস্তা করবে আর কখন ও নিরাপত্তার জন্য আপনাকে অর্থ দিতে হবে। পুলিশ আইন অনুসারে কোন ও এলাকার জন্য যদি আপনি অতিরিক্ত পুলিশ কর্মীর নিয়োজন চান এবং কর্তিপক্ষ যদি রাজি থাকে সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় সীমার জন্য অতিরিক্ত পুলিশকর্মীর খরচ আপনাকে জোটাতে হবে। উধাহরনস্বরূপ, কোন ও বড় বিবাহ অনুষ্ঠান বা ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে পুলিশ কর্তৃপক্ষ আপনার খরচে অতিরিক্ত পুলিশকর্মী নিয়োজন করতে রাজি হতে পারেন।

কিন্তু যদি কোন ও এলাকা অপরাধপ্রবন হয় বা সেখানে জনতার মিছিল থাকে বা কোন ও ঘটনা ঘটে যেক্ষেত্রে অতিরিক্ত পুলিশকর্মী নিয়োজন করার দায় পুলিশের এবং একারণে কারোর খরচ বহন করার প্রশ্ন ওঠে না।

পুলিস কর্মীর কাজ কখনও শেষ হয় না

৩৮) একজন পুলিশকর্মী কি সারাক্ষনই কর্তব্যরত থাকেন?

হ্যাঁ। ১৮৬১ সালের পুলিশ আইনে স্পষ্ট ভাবে বলা আছে যে একজন পুলিশকর্মীকে সবসময়ে কর্তব্যরত বলে ধরা হবে । তাই বলে এই অর্থ বহন করে না যে একজন পুলিশকর্মীকে বিশ্রাম নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় না। এর সার্বিক অর্থ এই যে একজন পুলিশকর্মী উর্দি পরা অবস্থায় থাকুন বা না থাকুন তিনি আইনের শাসন বজায় রাখতে যা যা করনীয় অবশ্যই করবেন। তিনি যদি কোন ও ঘটনা ঘটতে দেখেন বা কেউ তাঁর কাছে সাহায্য চান তিনি কর্মরত না এই অজুহাত দিতে পারবেন না।

৩৯) কোনো সিনিয়র পুলিশ আধিকারিক বা জেলা কালেক্টর বা মন্ত্রীর দেওয়া কোন ও নির্দেশ বা নির্দেশাবলি কি একজন পুলিশ অফিসারকে মেনে চলতে হবে?

না। একজন পুলিশ অফিসার সেই নির্দেশগুলি কেই মেনে চলবেন যা আইন সম্মত। নির্দেশিত হওয়া সত্তে ও কোন পুলিশ অফিসার ভুল করেন সেই ভুলের জন্য দায়ী তিনিই। ভুল বা বেআইনি কাজ করলে তিনি এই বলে দায়মুক্ত হবেন না যে সংশ্লিষ্ট ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তির কথায় তিনি সে কাজ করছেন। একথা বলে তিনি ছাড় পাবেন না।

৪০) পুলিশ কি বিনা ভাড়ায় সরকারি যান-বাহনে চড়তে পারে বা বাজারের লোকজন থেকে বিনা পয়সায় জিনিস নিতে পারে?

কোন ও কোন ও স্থানে কর্তব্যরত পুলিশ অধিকারীকদের সরকারী যানবাহনে বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের জন্য পাস দেওয়া হয়। কিন্তু, অন্যক্ষেত্রে, বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের জন্য তাঁদের অনুমতি দেওয়া হয় না। একই ভাবে পুলিশ অফিসার বলে বাজারের কোন ও দোকান থেকে বিনামূল্যে জিনিসপত্র নেওয়ার অধিকার নেই। অন্য নাগরিক দের মতো তাঁকে জিনিসপত্রের যথাযত দাম দিতে হয় যেটা আইনি কর্তব্য।

৪১) আমাকে কি পুলিশ আধিকারিকের প্রত্যেকটি নির্দেশ মেনে চলতে হবে?

যদি নির্দেশ আইনসম্মত হয় এবং তা পুলিশ আধিকারিকের কর্তব্য সম্পর্কিত তাহলে তা মেনে চলতে হবে। বস্তুত, একজন কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিক কে সাহায্য করা প্রত্যেকের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে; বিশেষ করে যখন একজন পুলিশ আধিকারিক চেষ্টা করছেন খন্ডযুদ্ধ থামাতে বা অপরাধ রোধ করতে বা হেফাজত থেকে পালিয়ে যাচ্ছে এমন কাউকে ধরতে। বস্তুত, অপরাধ সম্পর্কে আপনার কাছে কোন তথ্য থাকলে তা পুলিশ কে জানানো আপনার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। এটা আপনার কর্তব্য কোন উদঘোষিত অপরাধীকে আশ্রয় না দেওয়া। মামলার কোন ঘটনা আপনি যদি জানেন বা দেখেছেন এটা আপনার কর্তব্য সে সম্পর্কে আদালতে সাক্ষ্য দেওয়া।

৪২) যদি কোন পুলিশ আধিকারিক কোন স্থানে তার সঙ্গে যাওয়ার জন্য বলেন তাহলে তার সঙ্গে কি আমাকে যেতেই হবে?

না। তবে কোন ও কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিক কোন ও ব্যক্তি কে গ্রেফতারের সময়, কোন ও জিনিস তালাশির সময় বা অপরাধ স্থান পরীক্ষার সময় আপনাকে সাক্ষী হিসাবে ডাকেন তাহলে সাহায্যের জন্য আপনাকে তাঁর সঙ্গে যেতে হবে। ঐতিহাসিক ভাবে, এই সাক্ষী কে পঞ্চ বলা হয় অর্থাত তিনি এমন এক ব্যক্তি যিনি স্বাধীন ভাবে আদালত কে বলবেন সেই মূহর্তে তিনি কি দেখেছেন।

৪৩) একজন পুলিশ আধিকারিক থানায় যাওয়ার আদেশ দিলে আমাকে কি যেতেই হবে?

না। পুলিশের সহযোগিতা করা ভালো। কিন্তু, পুলিশ নিয়মানুসারে গ্রেফতার না করলে থানায় যাওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে একজন পুলিশ আধিকারিক কোন ও অপরাধের বিষয়ে আপনার কাছ থেকে খোজ খবর নিতে চান বা জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান তাহলে আপনাকে লিখিত ভাবে সমন পাঠাতে হবে। যতক্ষণ না সমন পাঠানো হচ্ছে পুলিশ আপনাকে জোর করতে পারবে না থানায় যাওয়ার জন্য। কোন ও মহিলা বা পনের বছরের নিচে কোন শিশু জড়িত থাকলে, সেক্ষেত্রে পুলিশ কে তাদের বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে।

৪৪) আমি কি পুলিশ আধিকারিকের সব প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য ?

হ্যাঁ। পুলিশের সব প্রশ্নের উত্তর সততার সাথে ও সরাসরি ভাবে দেওয়া উচিত। ঘটনা সম্পর্কে আপনি যা জানেন তা পুলিশকে জানানো উচিত। আপনি যদি কিছু না জানেন সেক্ষেত্রে পুলিশ আপনাকে বিবৃতি দেওয়ার জন্য জোর করতে পারে না বা আপনার মুখে কোন ও কথা বলাতে ও পারবে না। এটা ভালো হয় যদি পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের সময় আপনার সঙ্গে কেউ থাকেন।

৪৫) বিপদে পড়লে আমাকে সাহায্য করা কি পুলিশের কর্তব্য?

হ্যাঁ। ১৯৬৫ সালে কেন্দ্রিয় সরাষ্ট্র মন্ত্রক পুলিশের আচরণ বিধি সম্পর্কে নিয়মাবলি প্রকাশ করে এবং যা সব রাজ্যে এবং কেন্দ্রিয় শাসিত অঞ্চলের মুখ্যসচিবদের পাঠানো হয় । পাঠানো হয় কেন্দ্রিয় পুলিশ সংস্থার প্রধানদের। এই নিয়মাবলিতে বলা আছে পুলিশের কর্তব্য সামাজিক বা আর্থিক পরিস্থিতির নির্বিশেষে সকলের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়ানো। এই বিধিতে আরও বলা আছে সকলের প্রতি পুলিশ সহানুভূতিশীল ও বিবেচনাশীল হবে। এবং তারা প্রস্তুত থাকবে কোন ও ব্যক্তিকে পরিষেবা দিতে বা বন্ধুত্বের হাত বাড়াতে।

৪৬) পারিবারিক সমস্যার জন্য আমি কি পুলিশের সাহায্য চাইতে পারি?

এটা সমস্যার উপর নির্ভর করছে। তবে পারিবারিক হিংসা, স্ত্রী পুরুষের অবৈধ যৌন সংগম, জোর করে বাড়ি দখল করার মতো ঘটনাগুলি ঘটলে যা অপরাধ স্বরূপ পুলিশ অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করবে এবং এই বলে এড়াতে পারবে না যে এটা পারিবারিক ব্যাপার। কিন্তু, বাড়ির প্রাপ্ত বয়স্ক অবাধ্য ছেলেমেয়েরা যদি নিজের পছন্দ মতো বিয়ে করে পালিয়ে যায় সেক্ষেত্রে এটা পুলিশের দায় নয় তাদেরকে ধাওয়া করে, জোর করে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা। এসব ঘটনা পুরোপুরি পারিবারিক।

৪৭) যদি কোন পুলিশ আধিকারিক সাহায্য না করেন বা ধারে কাছে কোন পুলিশ আধিকারিক না থাকেন সেক্ষেত্রে জনগণ কি একজন চোর বা অপরাধী কে ধরতে পারে এবং তৎক্ষনাত তাকে শাস্তি দিতে পারে?

হ্যাঁ এবং না। আপনি একজন অপরাধীকে গ্রেফতার করে নিকটবর্তী থানায় নিয়ে যেতে পারেন এবং একে বলা হয় নাগরিক দ্বারা গ্রেফতার। কিন্তু, আপনি একজন অপরাধী কে মারধোর করতে পারেন না এবং একজন অপরাধীকে গণধোলাই করা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ। জনগণ নিজেদের রক্ষার জন্য কার্য করতে পারে এবং একে বলা হয় সুরক্ষার অধিকার। তবে এই অধিকার যথাযত ভাবে প্রয়োগ করতে হবে। এটা যেন কাউকে একতরফা মারধোর বা বিভৎস অপমানে পরিনত না হয়। কোন ও পুলিশ

আধিকারিক যদি কাউকে এটা করতে অনুমতি দেয় বা তিনি এই কাজে যুক্ত হন সেক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত বা ফৌজদারি মামলা হতে পারে।

৪৮) যদি কোন ও পুলিশকর্মী আমাকে সাহায্য না করেন সেক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি?

যদি কোন ও পুলিশকর্মী ইচ্ছাকৃত ভাবে দায়িত্ব লঙ্ঘন করেন বা দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন তাহলে সেটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং শাস্তি হিসাবে কারাদন্ড হতে পারে। যদি কোন ও পুলিশ আধিকারিক আপনাকে সাহায্য না করেন এবং তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাহলে আপনি সেই অধিকারিকের বিরুদ্ধে তার উচ্চতর আধিকারিকের কাছে নালিশ জানাতে পারেন। সেক্ষেত্রে তিনি কর্তব্যে অবহেলার জন্য দোষী সাব্যস্ত হতে পারেন।

৪৯) একজন পুলিশ আধিকারিক কি যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন?

একেবারেই না। যা আইনসম্মত পুলিশ আধিকারিক তাই করতে পারেন। বস্তুত, তারা অনেক নিয়ম কানুন দ্বারা পরিচালিত। এই নিয়ম-কানুনের মধ্যে পড়ছে পুলিশের জন্য রেগুলেশন, ফৌজদারি কার্যবিধি, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশাবলী এবং মানবাধিকার কমিশনের নিয়মাবলী।

৫০) যদি পুলিশ আধিকারিকরা এগুলি মান্য না করেন?

ঘটনার গুরুত্ব অনুসারে আপনি উচ্চতর পুলিশ আধিকারিকের কাছে বা ম্যাজিস্ট্রেট এর কাছে নালিশ জানাতে পারেন। নালিশ লিখিত ভাবে করা এবং রশিদ নেওয়াটা হল শ্রেয়।

৫ ১) আমি কি নালিশ জানাতে পারি?

কোনো পুলিশ আধিকারিকের অপরাধের অভিযোগ জানাতে পারেন। কারণ একজন সরকারী কর্মচারী হিসাবে তিনি নিয়ত দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য। তিনি দায়িত্ব পালন করতে অবহেলা করতে পারেন না বা বিলম্ব ঘটাতে পারেন না।

৫২) যদি একজন পুলিশ আধিকারিকের ব্যবহার আমার প্রতি অবিনীত এবং অপমানজনক হয়?

যদি একজন পুলিশ আধিকারিকের আচরণ তার দায়িত্ব এবং শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করে সেক্ষেত্রে আপনি পুনরায় উচ্চতর পুলিশ আধিকারিকের কাছে তার বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে পারবেন। যদি পুলিশ আধিকারিকের আচরণ অপরাধস্বরূপ হয় তাহলে আপনি সেই আধিকারিকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানাতে পারেন বা সরাসরি বিচার বিভাগিয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে নালিশ দায়ের করতে পারেন।

৫৩) যদি আমি স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করি সেক্ষেত্রে পুলিশ কি তাদের নিজেদের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিতে অস্বীকার করবে না?

হ্যাঁ, এটা প্রায়ই ঘটে থাকে। কিন্তু তাই বলে ঘটনার সেখানেই শেষ নয়। যদি একজন পুলিশ আধিকারিকের ব্যবহার অবিনীত হয় বা তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করেন তাহলে আপনি মুখ্য পুলিশ আধিকারিকের কাছে সেই পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে পারেন। আর যদি তার আচরণ অপরাধস্বরূপ হয়, সেক্ষেত্রে আপনি তার বিরুদ্ধে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা দায়ের করতে পারেন।

৫৪) কিন্তু, আদালতে যাওয়া একটা কঠিন ব্যাপার এবং সময়সাপেক্ষ?

পুলিশের বিরুদ্ধে সহজে নালিশ জানানোর জন্য এবং প্রক্রিয়া সরল ও দ্রুত করার লক্ষ্যে কিছু রাজ্য অভিযোগ প্রাধিকার স্থাপন করেছে। এগুলি হল বিশেষ সংস্থা যারা জনগনের কাছ থেকে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ খতিয়ে দেখবে। এছাড়া, পুলিশের বিরুদ্ধে কারোর অভিযোগ থাকলে তিনি জাতিয় স্তরে বা রাজ্য স্তরে স্থাপিত বিভিন্ন কমিশনে যেতে পারেন। এই কমিশনগুলি হল জাতিয় মানবাধিকার কমিশন, রাজ্য মানবাধিকার কমিশন, অনুসূচিত জাতি ও অনুসূচিত জনজাতি কমিশন, রাজ্য মহিলা কমিশন ও শিশু কমিশন। ভ্রষ্টাচার সম্পর্কিত বিষয়ে আছে সি, বি, আই অর্থাৎ সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন,সেন্ট্রাল ভিজিলান্স ডিপার্টমেন্ট, লোক আযুক্ত এবং স্টেট ভিজিলান্স ডিপার্টমেন্ট। এইসব কমিশনগুলি আপনার অভিযোগ খতিয়ে দেখবে, তদন্ত করবে এবং তাদের ক্ষমতা অনুসারে পুলিশের বিরুদ্ধে এফ,আই,আর রুজু করার নির্দেশ দেবে বা ভুগ্তভোগী কে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেবে।

৫৫) পুলিশকে কোন ও অপরাধ সম্পর্কে জানাতে হলে আমাকে কি করতে হবে?

যদি অপরাধ গুরুতর হয় যেমন চুরি, বাড়ি ভাঙ্গা, মেয়েদের টিটকারী, শারীরিক নিগ্রহ, শিশুর শালীনতাহানি, ধর্ষণ, অপহরণ, মানুষ (নারী) পাচার এবং এমনকি দাঙ্গা সেক্ষেত্রে আপনি সরাসরি পুলিশ স্টেশন এর বা থানার প্রধানের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। সেক্ষেত্রে পুলিশ আপনার অভিযোগ লিপিবদ্ধ করতে এবং তার প্রতিলিপি আপনাকে দিতে বাধ্য। এমনকি আপনি ম্যাজিস্ট্রেট এর কাছে অভিযোগ জানাতে পারেন এবং তিনি তা নথিভুক্ত করার নির্দেশ দিতে পারেন।

৫৬) এফ, আই, আর কি?

ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট বা প্রাথমিক সমাচার প্রতিবেদনকে সংক্ষেপে এফ, আই, আর বলে। একজন, ভুক্তভোগী, সাক্ষী বা অন্য কোন ও ব্যক্তি যিনি "কোগিন্সাবল অফেন্স" বা প্রগ্রাহ্য অপরাধ সম্পর্কে জানেন তিনি এফ, আই, আর দায়ের করতে পারেন। এফ, আই, আর এ উল্লেখিত অভিযোগের ব্যাপারে পুলিশ তদন্ত করবে এবং তথ্য সংগ্রহ করে দেখবে কোন ও মামলা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে কি না।

৫৭) আমাকে কি শুধুই স্থানীয় থানায় যেতে হবে বা আমি কি যে কোন ও থানায় এফ, আই, আর দায়ের করতে পারি?

আপনি যে কোন ও থানায় এফ, আই, আর দায়ের করতে পারেন। তবে যে এলাকায় অপরাধ ঘটছে সেই এলাকার স্থানীয় থানায় এফ, আই, আর দায়ের করাই শ্রেয় কারণ সেক্ষেত্রে পুলিশ দ্রুত ব্যবস্তা গ্রহণ করতে পারবে। তবে আপনি যদি অন্য থানায় অভিযোগ দায়ের করেন, তাহলে পুলিশকে সেই অভিযোগ নথিভুক্ত করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট থানায় সেটিকে পাঠিয়ে দিতে হবে। পুলিশ এই বলে আপনার অভিযোগ নিতে অস্বীকার করতে পারবে না যে অপরাধ তাদের এলাকায় ঘটেনি।

৫৮) পুলিশ কি আমার অভিযোগ নিতে অস্বীকার করতে পারে?

হ্যাঁ এবং না। ভারতবর্ষে অপরাধগুলিকে দুভাগে ভাগ করা হয় এবং ভাগ দুটি হল "কোগ্নিজবল" বা প্রগ্রাহ্য এবং "ননকোগ্নিজবল" বা অপ্রগ্রাহ্য। কোগ্নিজবল বা প্রগ্রাহ্য অপরাধের মধ্যে পড়ে খুন, ধর্ষণ, দাঙ্গা, ডাকাতি ইত্যাদি এবং পুলিশ সরাসরি এগুলি বিবেচনায় নিয়ে এফ, আই, আর রুজু করে তদন্ত করতে পারে। "ননকোগ্নিজবল" বা অপ্রগ্রাহ্য অপরাধের মধ্যে পড়ে প্রতারণা,জালসাজি, বহুবিবাহ, কম ওজনে জিনিস পত্র বিক্রি, ভেজাল খাবার বিক্রি করা বা জনসাধারণ কে বিরক্ত করা বা উৎপাত করা ইত্যাদি এবং এসব ক্ষেত্রে পুলিশ তখনই তদন্ত করবে যদি ম্যাজিস্ট্রেট নালিশ বা অভিযোগ গ্রহণ করে পুলিশকে তদন্তের নির্দেশ দেন। এই আপাত বিভাগ করা হয়েছে যাতে যে সব অপরাধের জন্য দ্রুত ব্যবস্তা নেওয়ার প্রয়োজন সেপ্রেক্ষিতে অভিযোগ থানায় সরাসরি করা যায় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে। যদিও পুলিশকর্মী সেই নালিশ রেজিস্টার না করেন কিন্তু ওরা নালিশ শুনে ডেইলি ডাইরিতে নালিশ লিখতে পারেন, সেটার একটা কপি বিনামূল্যে আপনাকে দিতে বাধ্য এবং আপনাকে ম্যাজিস্ট্রেট এর কাছে এই নালিশ নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিতে পারেন।

৫৯) ধরা যাক আমার অভিযোগে কগনিজিবল বা প্রগ্রাহ্য অপরাধের জন্য, কিন্তু থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সেটি নিতে অস্বীকার করছেন, তখন আমি কি করতে পারি?

সেক্ষেত্রে আপনি অভিযোগ সিনিয়র পুলিশ আধিকারিকের কাছে বা জেলার পুলিশ প্রধানকে পাঠাবেন। অথবা আপনি অভিযোগটি নিকটবর্তী বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দায়ের করবেন। অভিযোগ নথিভুক্ত করার জন্য তারাই নির্দেশ দিবেন। কর্তিপক্ষের কাছে অভিযোগটা পাঠানো নিশ্চিত হওযার জন্য আপনি হাতে-হাতে অভিযোগটা দিন অথবা ডাক যোগে পাঠালে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠান। সর্বদাই প্রাপ্তি-রসিদ রাখবেন যা প্রমান করবে আপনার অভিযোগ গৃহিত হয়েছে এবং সে রসিদ নিরাপদে রাখবেন। সংশ্লিষ্ট পুলিশ আধিকারিক কর্তিক অভিযোগ প্রকৃতপক্ষে গৃহীত হওয়ার প্রমান থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আপনার অভিযোগের ব্যাপারে যত্নশীল হবে। আর অভিযোগটি নথিভুক্ত নাহলে আপনি প্রাথমিক ভাবে এর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে পারেন। এটা করলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ আধিকারিক পুনরায় এরকম ভুল করার সম্ভাবনা কম থাকে।

৬০) এফ, আই, আর বা প্রাথমিক সমাচার প্রতিবেদনে কি লিখা অত্যন্ত আবশ্যক?

যে ঘটনাগুলি আপনি জানেন বা আপনাকে জানানো হয়েছে তার বিবরণ এফ, আই, আর এ দিতে হবে। আপনি প্রথমেই যে ঘটনা জেনেছেন তার বিবরন দেওয়াই ভালো।

এটা আবশ্যক নয় যে আপনাকে নিজের চোখেই ঘটনা দেখতে হবে। যে তথ্যই দিন না কেন তা যেন সত্য হয়। তথ্য কখনও অতিরঞ্জিত বা অনুমানভিত্তিক হবে না।

ঘটনার স্থান, তারিখ এবং সময় দিতে হবে। ঘটনার সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি ব্যক্তির ক্রিয়া সাবধানে ব্যাখ্যা করতে হবে। যেমন তারা কোথায় ছিল, কি করছিল,তাদের প্রত্যেক ক্রিয়ার পর্যায়ক্রম, সম্পত্তির কোন ও ক্ষয়ক্ষতি। ঘটনায় কি অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে এফ, আই, আরে তা লিখতে ভুলবেন না। দ্রুততার সাথে ঘটনা ও পরিস্থিতি নথিভুক্ত করানো হলে খুব ভালো হয়। এফ, আই, আর রুজু করতে দেরি হলে দেরির কারণ লিখতে হবে।

৬১) পুলিশকে যা বলা হয়েছে তা সঠিকভাবে লিখেছে কিনা তা আমি কিভাবে যাচাই করব ?

মনে রাখতে হবে এফ, আই, আর হল আপনি যা বলেন তার বিবরন। এটা পুলিশের কোন কিছুর বিবরন নয়। পুলিশের কাজ হল আপনার বিবরন ঠিক ভাবে লিপিবদ্ধ করা, কোন ও কিছু না জুড়ে বা কোন ও কিছু বাদ না দিয়ে। এটা নিশ্চিত করতে আইন বলছে পুলিশ আধিকারিক আপনাকে এফ,আই,আর পড়ে শোনাবেন এবং আপনি যদি এফ,আই,আর এ যা লিখা আছে তার সঙ্গে একমত হন তখন আপনাকে দিয়ে সই করাবেন। পুলিশকে এর একটি অবিকল নকল বিনামূল্যে আপনাকে দিতে হবে। এফ, আই, আর লিপিবদ্ধ হয় এফ, আই, আর রেজিস্টারে এবং এর কপি যায় সিনিয়র অফিসার ও ম্যাজিস্ট্রেট এর কাছে।

৬২) মহিলাদের এফ, আই, আর রেকর্ড করার জন্য কি কোন বিশেষ প্রক্রিয়া রয়েছে?

হ্যাঁ, কোন কোন ক্ষেত্রে. একটি মহিলার পক্ষে পুলিশ স্টেশনে যাওয়া এবং একটি এফ,আই,আর নিবন্ধন করানো সহজ নয় এটা আইন নির্মাতারা ও বুঝতে পেরেছেন। একারণে আইনে সংশোধন করা হয়েছে যে একটি মহিলার ধর্ষণের, গনধর্ষনের, স্টকিং, ভোয়েরিজম, যৌন উত্পীড়ন, নারীর শালীনতা ভঙ্গ করা অপরাধ এর অভিযোগ বা অ্যাসিড আক্রমণ সম্পর্কে অভিযোগ এর ক্ষেত্রে তার এফ,আই,আর শুধুমাত্র একজন মহিলা পুলিশ অফিসার বা অন্য কোন মহিলা অফিসারই নিবন্ধিত করবেন। অভিযোগকারী মহিলা যদি শারীরিক বা মানসিক ভাবে অক্ষম হন তাকে অভিযোগ রেকর্ড করাতে পুলিশ স্টেশনে যেতে হবে না, পুলিশকে তার বাড়িতে বা তার পছন্দের কোন স্থানে অভিযোগ রেকর্ড করতে যেতে হবে। পুলিশকে মহিলার চাহিদা অনুযায়ী একটি বিশেষ শিক্ষক বা পরামর্শদাতার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। অভিযোগকারী মহিলার বিবৃতির বিডিওগ্রাফি ও করতে হবে পুলিশকে।

৬৩) পুলিশকর্মীর কি শাস্তি হতে পারে যদি এরকম এফ, আই, আর রেজিস্টার করতে রাজি না হন ?

যদি কোন পুলিশ আধিকারিক একজন মহিলার কোনো যৌন অপরাধের অভিযোগের এফ, আই, আর রেজিস্টার করতে মানা করেন এবং যদি সেই পুলিশ আধিকারিক দোষী সাবস্ত্য হন, তাহলে তাকে ৬ মাস থেকে ২ বছেরের কারাদন্ড হতে পারে আর তাকে জরিমানা ও দিতে হবে।

৬৪) যৌন নির্যাতনের শিকার শিশুদের সম্পর্কে কি করা হয়? পুলিশ কি এক্ষেত্রে কোন বিশেষ নিয়মাবলী বা আইন অনুসরণ করে?

হ্যাঁ। প্রটেকশন অব চিলড্রেন ফ্রম সেক্সউএল অফেন্সেস এক্ট, ২০১২ (পো,ক,সো) তে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে অপরাধের শিকার

শিশুদের সাথে আচরণ বা তাদের ক্ষেত্রে কেমন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে, কেমন করে তাদের বিবৃতি নেওয়া হবে, তদন্ত করা হবে, ও কেমন করে তারা যে অপরাধের শিকার হয়েছে তার বিচার আদালতে হবে ইত্যাদি। যখন এরকম ঘটনার অভিযোগ করা হয়, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জুভেনাইল পুলিশ ইউনিট বা স্থানীয় পুলিশ অপরাধের শিকার শিশুর বিবৃতি রেকর্ড করবে তার বাড়ীতে বা তার পছন্দের কোন ও স্থানে। অভিযোগটা যতদূর সম্ভব একজন মহিলা পুলিশ অফিসার যার রেঙ্ক সাব-ইন্সপেক্টর বা তার উর্ধে এর দ্বারাই নথিভুক্ত করা আবশ্যক। শিশুর বিবৃতি যখন রেকর্ডিং হচ্ছে পুলিশ অফিসার উর্ধি পরা অবস্থায় হবে না। কোন পরিস্থিতিতে শিশুটি কে রাতে থানায় আটক করা যাবে না। শিশুর বিবৃতি সেই ভাষায় রেকর্ড করা হবে যে ভাষা সে বোঝে। প্রয়োজন হলে পুলিশকে একজন দোভাষী বা অনুবাদক বা শিশুর চাহিদা অনুযায়ী একটি বিশেষজ্ঞর সহায়তা নিতে হবে।

জুভেনাইল পুলিশ ইউনিট বা স্থানীয় পুলিশ যদি মনে করেন যে শিশুটির যত্ন বা সুরক্ষার প্রয়োজন তারা অবিলম্বে পুলিশকে একটি সরকার অনুমোদিত আশ্রয়ে অথবা একটি হাসপাতালে শিশুটিকে পাঠানোর ব্যবস্তা করতে হবে, তবে এরকম করতে চাইলে পুলিশকে এইকাজের জন্য লিখিত কারণ রেকর্ড করতে হবে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে শিশুর মেডিকেল পরীক্ষা ওর পিতা বা মাতা বা এমন লোকের উপস্থিতিতে করা হবে যার উপর শিশুটির আস্থা আছে। যদি শিশুটি মেয়ে সন্তান হয়, মেডিকেল পরীক্ষা শুদুমত্র একটি মহিলা ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত হতে হবে।

৬৫) এফ, আই, আর রুজু করার পরে পুলিশের কি করা উচিত ?

এফ, আই, আর রুজু হতেই পুলিশি তদন্ত শুরু হয়। তদন্তের অংশ হিসাবে পুলিশ ভুক্তভোগী এবং সাক্ষীদের সঙ্গে কথা বলতে পারে, তাদের ও মৃতপ্রায় ব্যক্তির বিবৃতি নথিভুক্ত করতে পারে, অপরাধ-স্থান পরিদর্শন/ পরীক্ষা করতে পারে, অপরাধ সংক্রান্ত দ্রব্যাদি ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠাতে পারে এবং মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠাতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন ব্যক্তি কে জিজ্ঞাসাবাদ করে নতুন দিশা পেলে আবার তদন্ত করতে পারে। তদন্ত শেষ হলে ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক এর একটি পূর্ণ নথি তৈরী করবে। একে বলা হয় চালান বা চার্জশিট।

৬৬) চালান বা চার্জশিট কি?

সমস্ত তদন্ত কার্য সম্পূর্ণ হলে ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক তথ্যসামৃহ দেখবেন এবং সিদ্ধান্ত নিবেন অপরাদ সংঘটনের পর্যাপ্ত সাক্ষ্য আছে কিনা। তিনি এগুলি চার্জশিটে নথিভুক্ত করবেন সরকার পক্ষ এবং আদালতের জন্য। যদি অপরাধ সংঘটনের সব উৎপাদন না মেলে সেক্ষেত্রে অভিযুক্তকে আদালতে চালান করা হলো সময় অপচয় করা। সরকার পক্ষ এবং আদালত নিরপেক্ষভাবে চার্জশিট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবে অপরাদ সংঘটনের সম্ভাব্য মামলা আছে কিনা।

৬৭) পুলিশ কি আমার অভিযোগে তদন্ত নিজের মর্জিমত বন্ধ করতে পারে এবং কোন পরবর্তী পদক্ষেপ না নিতে পারে?

হ্যাঁ। তাদের নিজস্ব অনুসন্ধান করার পর পুলিশ একটি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে এই ধারণা বা অভিযোগ যদি সমর্থন না করে এবং অপরাধ সংঘটিত হওয়ার কোন প্রমান বা কোন তথ্য না থাকে বা তারা যদি ও স্বীকার করে যে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কিন্তু কে সেই অপরাধ করেছে তা খুঁজে পাওয়া যায়নি তাহলে পুলিশ সিদ্ধান্ত নিতে

পারে যে আপনার অভিযোগে আর কোন তদন্ত করবে না, কিন্তু তাদেরকে সেই সিদ্ধান্ত আপনাকে জানাতে হবে। এরপর আপনি চাইলে আদলতে যেতে পারেন এই সিধান্তের বিরুদ্ধে।

৬৮) আমার মামলার অগ্রগতি কি আমাকে জানাতে হবে?

আইনে নির্দিষ্ট ভাবে কিছু বলা হয়নি যে পুলিশকে মামলার অগ্রগতি আপনাকে জানাতে হবে কিন্তু এটা একটি ভালো রীতি পুলিশের অভিযোগকারীকে মামলার অগ্রগতি জানানো যাতে পুলিশ তদন্তে অদক্ষতা করতে না পারে।

৬৯) আমি কি করতে পারি যদি পুলিশ ঘটনাটি তদন্ত না করে বা ধীর গতিতে তদন্ত করছে বা তদন্তের স্পষ্ট নিতীসুত্রগুলিকে পরীক্ষা করতে অস্বীকার করছে?

আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হল কেউ পুলিশি তদন্তে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

তবে পুলিশ যদি তদন্তকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অস্বীকার করে বা অত্যন্ত ধীর গতিতে তদন্ত করে বা ইচ্ছাকৃত ভাবে তদন্তের স্পষ্ট নিতীসুত্রগুলিকে অমান্য করে সেক্ষেত্রে আপনি সিনিয়র পুলিশ অফিসারদের কাছে বা নিকটবর্তী ম্যাজিস্ট্রেটর কাছে নালিশ জানাতে পারেন যারা পুলিশ অফিসারকে তদন্তের নির্দেশ দিতে পারেন এবং তদন্তের নথি চেয়ে পাঠাতে পারেন। তবে এটা গুরুত্ব পাবে যদি আপনি লিখিতভাবে নালিশ জানান এবং নালিশের প্রাপ্তি-স্বীকারের সাক্ষ্য রাখেন।

৭০) আমি কি একজন আধিকারিক কে চাইলেই ডাকতে পারি?

হ্যাঁ এবং না। পুলিশকর্মীরা কাজের চাপে থাকেন এবং তাদের সংখ্যা ও সীমিত। সে কারণে জনগণ তুচ্ছ অভিযোগ ও অপ্রমানিত তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশকে ক্রমাগত ডাকতে পারে না। তবে সমস্যায় পড়লে আপনি পুলিশকে ডাকতে পারেন, যদি কোন ও অপরাধ ঘটে বা ঘটেছে, যদি দাঙ্গার সম্ভাবনা থাকে, যদি কিছু ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে মারামারি করে এবং বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা থাকে বা আপনার যদি কোন ও গুরুতর তথ্য পুলিশকে দেওয়ার থাকে।

কখনো কখনো লঘু কারনে লোকে পুলিশ কে ডাকে যখন আসলে কোন ঘটনা হয়নি, এরকম ঠাট্টার জন্য আপনার শাস্তি ও হতে পারে এবং এরকম আচরণ খুবই নিন্দনীয়।

৭১) একজন পুলিশ আধিকারিক কি না জানিয়ে বা আমার অনুপস্থিতিতে আমার বাড়ি আসতে পারেন এবং বাড়ি তল্লাশি করে জিনিস পত্র নিয়ে যেতে পারেন?

হ্যাঁ, কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে। যদি পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আপনার বাড়ি আসেন, সেক্ষেত্রে আপনার আমন্ত্রণে তারা বাড়ি ঢুকতে পারে। তবে পুলিশের বিশ্বাস করার যদি যতেষ্ট কারণ থাকে যে আপনি কোন ও অভিযুক্ত বা অপরাধীকে আড়াল করেছেন বা আপনার কাছে চুরির সম্পত্তি আছে বা আপনার বাড়িতে বেআইনি অস্ত্র আছে সেক্ষেত্রে পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট প্রদত্ত তল্লাশি পরয়োনা নিয়ে আপনার বাড়িতে ঢুকতে পারবে। তবে যদি কোন অপরাধী কে সত্তর ধরার বা কোন ও বস্তুকে সত্তর পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা থাকে এবং দেরী হলে তাদের না ধরার বা তা না পাওয়ার আশঙ্কা থাকে তখন পুলিশ পরয়োনা ছাড়াই বাড়িতে ঢুকতে পারে।

৭২) তাহলে কি এটাই বোঝাতে চান যে পুলিশ চাইলেই আমার বাড়িতে ঢুকতে পারে এবং যে কোন ও জিনিস নিয়ে চলে যেতে পারে?

না। তবে সত্যিই জরুরি হলে যেমন কোন ও সন্দেহভাজনের পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে পুলিশ কোন ও পরয়োনা ছাড়াই আপনার বাড়িতে ঢুকতে পারে। পরয়োনা নিয়ে না পরয়োনা ছাড়াই সে প্রেক্ষিতে যে বিস্তার বিধি রয়েছে তা পুলিশকে মেনে চলতে হবে। পুলিশকে কমপক্ষে দুজন স্থানীয় নিরপেক্ষ সাক্ষী কে সঙ্গে নিতে হবে। তল্লাশি অবশ্যই চালাতে হবে বাড়ির মালিকের উপস্থিতিতে। বাড়ির মালিক কে ছেড়ে যাওয়ার কথা বলা যাবে না। মালিক কে বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার কথা বলা যাবে না। পুলিশ কোন কোন জিনিস নিচ্ছে তা তালিকাভুক্ত করবে। সাক্ষীরা, পুলিশ এবং বাড়ির মালিক সই করবেন কোন কোন জিনিস নেওয়া হচ্ছে তা মিলিয়ে দেখে। তল্লাশি-তালিকার একটি কপি বাড়ির মালিককে দিতে হবে। বাড়িতে পর্দানশীন মহিলারা থাকলে পুলিশি দলের সঙ্গে অবশ্যই একজন মহিলা আধিকারিক থাকবেন এবং তল্লাশি চালাতে হবে শালীনতা বজায় রেখে।

৭৩) তল্লাশি পরওয়ানা কি?

জনগনের বাড়ি ঘর এবং অফিস হল ব্যক্তিগত মালিকানার স্থান এবং সেকারণে প্রকৃত ভালো কারণ ছাড়া এই স্থানগুলি কোন ও সংস্থা কর্তৃক তল্লাশি ও প্রবেশের জন্য উন্মুক্ত নয়। তাই আইন বলছে কেউ কোন ও স্থানে প্রবেশ করতে চাইলে তাঁকে ব্যাখ্যা দিতে হয় কেন এটা আবশ্যক কারোর অধিকারকে বিঘ্ন ঘটিয়ে। সেজন্য পুলিশকে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে গিয়ে কারণ দেখিয়ে বলতে হয় যে কোন ও স্থানে এমন জিনিসপত্র, কাগজ ও লোকজন লুকোনো আছে যা অপরাধ উদ্ঘাটনে সাহায্য করবে। যদি ম্যাজিস্ট্রেট এর বিশ্বাস জন্মায় যে পুলিশ আধিকারিক ভাসা ভাসা তদন্ত করছে না তাহলে তিনি পরওয়ানা জারি করবেন। পরওয়ানায় সংশ্লিষ্ট পুলিশ আধিকারিকের নাম ও পদের উল্লেখ থাকবে যিনি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবেন সংশ্লিষ্ট স্থানে প্রবেশ করতে। পরওয়ানায় থাকবে আদালতের সই ও সীল-মোহর।

৭৪) রাস্তা দিয়ে চলার সময় একজন পুলিশ আধিকারিক কি আমাকে থামিয়ে যা খুশি জিজ্ঞাস করতে পারেন?

না। লোকজন আইনসম্মত কাজের জন্য রাস্তায় চললে পুলিশ সাধারণত তাদের চলা ফেরায় হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তবে পুলিশ যদি দেখে যে কেউ কোন স্থানে অন্ধকারে অন্ধকারে ঘোরাফেরা করছে তখন পুলিশ তার নাম এবং সে কি করছে জিজ্ঞাস করতে পারে। আর ব্যাপারটি যদি সন্দেহ জনক মনে হয় সেক্ষেত্রে পুলিশ আপনাকে গ্রেফতার করতে পারে। সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের ও নিয়মত অপরাধীদের গ্রেফতারের জন্য পুলিশ প্রায়ই এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে। তবে পুলিশের এই ক্ষমতার অপব্যবহার প্রায়ই রিফর্ম কমিটিতে ও আদালতে নিন্দিত হয়েছে।

৭৫) পুলিশ কি আমার মিছিল বা পথসভা যোগদান করা আটকাতে পারে?

কেউ আপনার শান্তিপূর্ণ মিছিলে যোগদান আটকাতে পারে না। তবে নিয়মানুসারে মিছিলের জন্য স্থানীয় পুলিশের কাছ থেকে আগাম অনুমতি নিতে হবে। তবে পুলিশ যদি দেখে যে শোভাযাত্রাটি বিশৃঙ্খল ও হিংসাত্মক হতে পারে তাহলে তারা প্রথমেই অনুমতি দিতে অস্বীকার করতে পারে। যদি শোভাযাত্রাটি পরে বিশৃঙ্খল হয়ে উঠে, তখন পুলিশ সেটি থামিয়ে দিতে পারে এবং লোকজন কে সেই স্থান ছেড়ে যেতে বলতে পারে। আর জনতা যদি স্থান ছেড়ে না যায় তখন পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে পারে। সব কিছু শান্তিপূর্ণ ভাবে হচ্ছে কি না তা যেমন দেখা একদিকে পুলিশের দায় অন্যদিকে পুলিশের কর্তব্য নাগরিকদের শান্তিপূর্ণ ভাবে পথসভা করার মৌলিক অধিকারকে সুনিশ্চিত করা।

৭৬) পুলিশ কি বল প্রয়োগ করে মিছিল বা পথসভা ভঙ্গ করতে পারে?

হ্যাঁ। তবে পুলিশ যাই করুক তা হবে যথাযত। তাদের কাজ জনগণকে শাস্তি দেওয়া নয়। পুলিশের কাজ হল জনগনের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা এবং আইন শৃঙ্খলা যেন

লঙ্ঘিত না হয় তা দেখা। সেজন্য আইন হল পুলিশ শেষ আশ্রয় হিসাবে বল করবে জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে। তবে বল প্রয়োগ যদি করতেই হয় তা হবে ন্যনতম এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী এবং সম্ভাব্য অনুকূল মুহুর্তে তা বন্ধ করে দিতে হবে। বস্তুত, পুলিশ প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট এর নির্দেশ ছাড়া বল প্রয়োগ করতে পারে না। ম্যাজিস্ট্রেট কে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বল প্রয়োগের নির্দেশ দিতে হবে। তারপর পুলিশকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কতটা বল প্রয়োগের প্রয়োজন।

৭৭) পুলিশ কি চাইলেই গুলি চালাতে পারে?

একেবারেই না। গুলিচালানোর মতো মারাত্মক বল বিরলতম ঘটনায় তখনই প্রয়োগ করতে হবে যখন নিয়ন্ত্রণ করার অনান্য পন্থাগুলি প্রয়োগ করার পর ব্যর্থ হয়েছে। এখানেও ম্যাজিস্ট্রেট কে উপস্থিত থেকে পুলিশের কাজকে অনুমোদন করতে হবে।

৭৮) যদি জনতা বিশৃঙ্খল হয় এবং তারা যদি পাথর ছোড়ে এবং সম্পত্তি নষ্ট করে তাহলে পুলিশের দায়িত্ব কি কি?

জীবন এবং সম্পত্তি রক্ষা করা পুলিশের দায়িত্ব এবং এ প্রেক্ষিতে তাঁরা কি কি পদক্ষেপ নেবে তার একটা পর্যায়ক্রম আছে। প্রথমে পুলিশ জনতাকে সরে যাওয়ার জন্য পুনঃ পুনঃ সতর্ক করবে এবং জনতাকে সময় দেবে নির্দেশ মানার। তারপর পুলিশ কাঁদানো গ্যাস ছাড়তে পারে বা লাঠিচার্জ করতে পারে আর একবার সতর্ক

করে। কোন ও ব্যক্তির মাথায় বা কাঁধে লাঠির আঘাত করা যাবে না, লাঠির আঘাত করতে হবে কোমরের নিচে। পুলিশ যদি গুলি করতে চায় তাহলে গুলি করা হবে এ ক্ষেত্রে পুলিশকে স্পষ্টভাষায় সতর্ক বার্তা দিতে হবে। এখানেও নিয়ম হল ন্যনতম বল প্রয়োগ করা। অবশ্যই গুলি চালাতে হবে নিচে এবং ভীতিপ্রদর্শনকারী জনতার অংশবিশেষের দিকে যাতে কোন ও মৃত্যু না ঘটে, কিন্তু জনতা ছত্রভঙ্গ হয়। আর যখনই জনতার ছত্রভঙ্গের লঙ্ঘন দেখা যাবে সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালানো বন্ধ করতে হবে। আর অবশ্যই প্রত্যেক আধিকারিক কে নিজ নিজ কাজ রিপোর্ট দিতে হবে এবং তা নথিভুক্ত হবে।

৭৯) পুলিশ কি আমাকে গোপন স্থানে বন্দী রেখে কাউকে বলতে পারে যে তারা আমাকে পেয়েছে?

প্রায়ই এটা করার জন্য পুলিশ পরিচিত, কিন্তু, এটা আইনের বিরুদ্ধে। যখনই পুলিশ আপনাকে তাদের হেফাজতে নেবে, আপনার শরীর-স্বাস্থ্য এবং অধিকারগুলির সুরক্ষার দায় তাদের। যদি আপনার কোন ও ক্ষতি হয় বা আপনার অধিকারগুলি সম্মানিত না হয়ে কোন ও ভাবে লঙ্ঘিত হয়। তাহলে পুলিশ এজন্য দায়ী থাকবে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনি বিষয় এবং তা মাথায় রাখতে হবে।

আবার পুলিশের এটি আইনি দায় যারা থানায় আসছেন তাদের নাম জেনারেল ডায়েরিতে নথিভুক্ত করা। জেনারেল ডায়েরিতে নথিভুক্ত করতে হবে কখন তাদের থানায় আনা হয়েছিল জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এবং কখন তাদের গ্রেফতার করা হয়েছিল। এছাড়া ও তদন্তকারী অফিসারের কেস ডায়েরিতে ও এইসব নথিভুক্ত করতে হবে। পুলিশের কন্ট্রোল রুমে গত ১২ ঘন্টায় কাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের নামের তালিকা প্রদর্শিত হবে।

পরিশেষে, জিজ্ঞাসাবাদের সময় আপনি একজন আইনজীবি পেতে অধিকারী। আপনার বন্ধু এবং আত্মীয়দের হেফাজতের স্থান জানাতে হবে এবং সে স্থান তাদের জন্য প্রবেশযোগ্য হবে।

৮০) একজন পুলিশ অফিসার কি আমাকে থানায় আটকে রাখতে পারেন বা আমি কি চাইলেই থানা ছেড়ে যেতে পারি?

যতক্ষণ না আপনাকে উপযুক্ত কারণে নিয়ম মেনে গ্রেফতার করা হচ্ছে ততক্ষণ আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পুলিশ আপনাকে হেফাজতে আটকে রাখতে পারে না। যদি পুলিশ আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠায়, আপনার কর্তব্য হবে পুলিশকে তদন্তে সহযোগিতা করা তবে জিজ্ঞাসাবাদ হবে দ্রুত ও সদর্থক এবং তা কখন ও দীর্ঘায়িত হবে না। পুলিশ আপনাকে দীর্ঘসময় থানায় বসিয়ে রাখতে পারবে না। সেক্ষেত্রে আপনি চাইলে থানা ছেড়ে যেতে পারেন।

৮১) ধরা যাক পুলিশ আমাকে যেতে দিচ্ছে না, সেক্ষেত্রে আমি কি করব?

আইনসম্মত ভাবে গ্রেফতার না করে পুলিশ যদি আপনাকে অতি স্বল্প সময় ও হেফাজতে রাখে তাহলে সেটা হল গুরুতর অপরাধ এবং আপনার মৌলিক অধিকারের হনন। । একে বেআইনি বা অবৈধ আটক বলে এবং সেক্ষেত্রে আপনি নিজে বা পরিবারের কেউ বা বন্ধুবান্ধবদের কেউ সংলিষ্ট পুলিশ আধিকারিক বা ম্যাজিস্ট্রেট এর কাছে অভিযোগ জানাতে পারেন। আর ও গুরুত্বপূর্ণ হলো, আপনি আপনার আইনজীবী, পরিবার বা বন্ধুবান্ধবদের কারোর মাধ্যমে হাইকোর্টে বা এমনকি সুপ্রিমকোর্টে অবিলম্বে হেবিয়াস করপাস পিটিশন দাখিল করে আপনার সত্তর মুক্তি চাইতে পারেন।

৮২) হেবিয়াস করপাস কি?

যে সকল ব্যক্তিরা শক্তিশালী শাসকদের প্রতিনিধিদের দ্বারা অপহৃত হন এবং যারা অসহায় নিজেদের রক্ষা করতে অসহায় ও অক্ষম তাদের জন্য এটি একটি পুরনো প্রতিকারের হাতিয়ার। এর অর্থ হল "সশরীরে হাজির কর"। অবৈধ আটকের বিরুদ্ধে এটি হল অত্যন্ত ব্যবহারিক প্রতিকার। হাইকোর্ট বা সুপ্রিমকোর্ট খুব জরুরি ভিত্তিতে এর ব্যবস্তা গ্রহণ করে। আদালত যদি কোন ও ব্যক্তির নিখোঁজের দরখাস্ত পায় এবং দরখাস্তে যদি বলা হয় যে ভুক্তভুগিকে অবিলম্বে হাজির করানোর এবং আটক আইনসম্মত না হলে তাঁকে মুক্তির নির্দেশ দিবে। আর যদি আটক অবৈধ হয় তাহলে আদালত ভুক্তভুগিকে ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিতে পারে।

৮৩) বেআইনি ভাবে গ্রেফতার হওয়া কোন ও ব্যক্তি সম্পর্কে খোঁজ নেওয়ার অন্য কোনো উপায় আছে কি এবং যখন আমি জানি না তাঁকে কোথায় রাখা হয়েছে?

হ্যাঁ। তথ্য জানার দরখাস্ত থানায় দাখিল করে আপনি জানতে চাইতে পারেন ব্যক্তিটি কোথায়। সেহেতু তথ্যটি ব্যক্তিটির জীবন ও স্বাধীনতা সম্পর্কিত, সেকারণে পুলিশ ৪৮ ঘন্টার মধ্যে আপনাকে তথ্য জানাতে বাধ্য।

৮৪) একজন পুলিশ অফিসার কি কোন ও কারণ না দেখিয়েই কি আমাকে গ্রেফতার করতে পারে?

না। যদি গ্রেফতার করার যথাযত কারণ থাকে তাহলে পুলিশ গ্রেফতার করতে পারে। অপরাধ করার সময় যদি কোনো ব্যক্তিকে হাতে নাতে ধরা হয় বা তদন্তের সময় পারিপার্শ্বিক ঘটনাগুলি সন্দেহ জাগায় ব্যক্তিটির দিকে বা যদি দেখা যায় ব্যক্তিটি অপরাধের আগে, অপরাধের সময় বা অপরাধের পরে অন্য কাউকে অপরাধ ঘটাতে সাহায্য করেছে তাহলে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে পারে। গ্রেফতারের জন্য ভালো কারণ থাকা চাই। কেউ কারোর বিরুদ্ধে এফ,আই,আরে নাম উল্লেখ করলেই গ্রেফতারের কারণ হতে পারে না। সাক্ষ্যের আকারে এর চেয়ে বেশী কিছু থাকলে পুলিশ আপনাকে গ্রেফতার করতে পারে।

এছাড়া কোন ও ব্যক্তি কে যদি সন্দেহ করা হয় অপরাধ করার জন্য যে অপরাধের জন্য শাস্তির সীমা ৭ বছর বা তার কম তাহলে একজন পুলিশ অফিসার তাকে গ্রেফতার করতে পারে না যদি সেই পুলিশ অফিসারের কাছে যথাযথ কারণ বা স্পষ্ট কারণ না থাকে যেমন অভিযুক্ত কে প্রমান নষ্ঠ করা থেকে রুখতে। একজন পুলিশ অফিসার গ্রেফতার করুক বা নাই করুক দুই ক্ষেত্রেই তাকে লিখিত কারণ দিতে হবে।

৮৫) যদি পুলিশ অপরাধ করার জন্য আমাকে সন্দেহ করে সেক্ষেত্রে কি তারা আমার পরিবারের লোকজন কে গ্রেফতার করতে পারে?

না, কখন ও না। সঙ্গে থাকলেই অপরাধ হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তির দোষ বা নির্দোষ বিবেচিত হবে ব্যক্তির নিজ কাজের দ্বারা এবং কোন ও সন্দেহভাজনের সঙ্গে নৈকট্য বা সম্পর্ক বিবেচিত হবে না। নির্দিষ্ট আইনসম্মত কারণ ছাড়া কোন ও ব্যক্তির স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া যেতে পারে না। পুলিশ পরিবারের লোকজনদের বা বন্ধুবান্ধবদের ভয় দেখাতে পারে না বা তাদের হেফাজতে নিতে পারে না দরকষাকষির সরঞ্জাম হিসাবে। এধরনের কান্ড ঘটলে খুব কম বললে ও তা হবে অবৈধ আটক বা অপহরণের গুরুতর অপরাধ।

মামলা যতই জটিল হোক না কেন এবং পুলিশ তা সমাধানের চেষ্টা করুক না কেন, পুলিশ বেআইনি প্রক্রিয়ায় সন্দেহ ভাজনের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারবে না স্বীকারোক্তি করার জন্য। পুলিশ সেই সব ব্যক্তিদের গ্রেফতার করতে পারে যাদের বিরুদ্ধে অপরাধ ঘটনার যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি রয়েছে।

৮৬) মহিলাদের গ্রেফতার করার এবং হেফাজতে তাঁদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার হবে সে বিষয়ে কি কোন ও নিয়ম কানুন আছে?

অবশ্যই আছে। সূর্যাস্ত এবং সুর্যোদয়ের সময়ের মধ্যে কোন ও মহিলাকে গ্রেফতার করা যাবে না যদি এ বিষয়ে বিশেষ কারণ না থাকে। এমনকি তখন ও ম্যাজিস্ট্রেট কে লিখিত অনুমতি দিতে হবে এবং সে অনুমতি তিনি দিতে পারেন যদি এর স্বপক্ষে কারনগুলিতে তিনি সন্তুষ্ট হন। পুলিশ কোন ও মহিলাকে গ্রেফতার করলে সে সময় একজন মহিলা পুলিশ আধিকারিক কে উপস্তিত থাকতে হবে। গ্রেফতার হওয়া মহিলাকে থানায় আলাদা লক-আপ এ রাখতে হবে এবং তার শারীরিক পরীক্ষা, দেহ তল্লাশি করতে হবে মহিলা পুলিশ আধিকারিক বা ডাক্তারকে। পুলিশ আধিকারিকদের নিজেদের স্বার্থেই এটা সুনিশ্চিত করতে হবে মহিলাদের সম্পর্কে সমস্ত পদ্ধতি সযত্নে পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে এবং নথিগুলি নিখুঁত ভাবে রাখতে হবে। আইন বলছে হফাজতে থাকা কোন ও মহিলা যদি ধর্ষণের অভিযোগ জানান তাহলে তা গৃহীত হবে যদি পুলিশ আধিকারিক না দেখাতে পারেন যে এরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি।

৮৭) শিশুদের সম্পর্কে কি বিশেষ কিছু কার্যবিধি আছে?

সাধারণ আইন অনুযায়ী সাত বছরের নিচে শিশুদের কোন ও অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করা যাবে না। সেকারণে, স্বাভাবিক ভাবেই তাদের পুলিশ হেফাজতে নেওয়া যাবে না। তবে আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের জিজ্ঞাসাবাদ, গ্রেফতার, হেফাজতে নেওয়া, মুক্তি, জামিন পরিচালিত হবে জুভেনাইল জাস্টিস (কেয়ার এন্ড প্রটেকশন অব চিলড্রেন) এক্ট, ২০০২ অনুযায়ী।

প্রত্যেক থানায় বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষিত আধিকারিকদের নিয়ে জুভেনাইল পুলিশ ইউনিট থাকবে। তাদের দায়িত্ব থাকবে শিশুদের স্বাস্থ্য সমৃদ্ধির ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া। শিশুদের লক আপে কিছুতেই রাখা যাবে না। পরিবর্তে, শিশুদের অবিলম্বে ফিরিয়ে দিতে হবে তাদের বাবা-মার কাছে এবং তাদের আশ্বাসে। যদি বাবা-মাকে না পাওয়া যায় অথবা এটা অনুভূত হয় যে শিশুটির বদ সঙ্গে পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি আছে সেক্ষেত্রে শিশুটিকে স্থানীয় পর্যবেক্ষন হোমে পাঠাতে হবে যতক্ষণ না তাকে জুভেনাইল কোর্টে হাজির করা হচ্ছে। আইন লঙ্ঘনকারী শিশুদের ব্যবহারের ব্যাপারে যে মূলনীতি তা হল সমস্ত প্রক্রিয়া হবে শিশু-বান্ধব অভিমুখি, তাদের সর্বোচ্চ স্বার্থে এবং অন্তিমে তাদের পুনর্বাসনের জন্য।

৮৮) পুলিশ যদি আমাকে গ্রেফতার করে কি আমাকে ইচ্ছেমত আটকে রাখতে পারে?

একেবারেই না। একজন ব্যক্তিকে থানার হেফাজতে ২৪ ঘন্টার বেশি রাখা অনুচিত । এবং ২৪ ঘন্টার আগেই পুলিশকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ সেই ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেট এর কাছে হাজির করতে হবে।

৮৯) তাহলে শুক্রবার সন্ধ্যায় কোন ও ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে কিভাবে তাকে সোমবার পর্যন্ত হেফাজতে রাখা হয়?

সপ্তাহের শেষে কোর্টের ছুটি থাকে সেকারণে ম্যাজিস্ট্রেট পাওয়া যায় না বলে এই অবৈধ প্রথা কে বহন করে নিয়ে যাওয়া পুলিশের একটা বাহানামাত্র। বস্তুত, সপ্তাহের প্রতিদিন চব্বিশ ঘন্টায় একজন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তব্যরত থাকবেন। হেফাজতে থাকা একজন ব্যক্তির চব্বিশ ঘন্টার সময়সীমা কোর্টের সময়ের পার অতিক্রান্ত হলে তাকে ম্যাজিস্ট্রেট এর বাড়িতে হাজির করতে হবে। ম্যাজিস্ট্রেট সন্দেহভাজনকে দেখতে অস্বীকার করতে পারেন না।

৯০) আমার অবস্থান কোথায় তা কেউ কি করে জানবে?

আইনি ব্যবস্থায় যাতে আপনি আস্থা না হারান সেপ্রেক্ষিতে আপনার যথেষ্ঠ রক্ষা কবচ আছে। যখনই পুলিশ আপনাকে গ্রেফতার করল তাদের অনেকগুলি কাজ সম্পন্ন করতে হবে। তাদের অবশ্যই "মেমো অব এরেস্ট" তৈরী করতে হবে এবং স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট কে পাঠাতে হবে। তারা এটা জানিয়ে আপনাকে সুনিশ্চিত করবে যে আপনি অবিলম্বে হয় নিজের পছন্দের বা আইনি পরিসেবা ব্যবস্থার মাধ্যমে আইনজীবি পাবেন। তারা অবশ্যই আপনার পছন্দমতো পরিবারের সদস্য বা বন্ধুকে জানাবে আপনি কোথায় আছেন। এই সব কিছুই আইন দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে যাতে পুলিশের ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগগুলি হ্রাস করা যায়। যদি পুলিশ এগুলি না মানে তাহলে আদালতে তাদের কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

তাছাড়া পুলিশকে জেলা পুলিশ কন্ট্রোল রুম এর বাইরে নোটিশ বোর্ড এ গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের নাম এবং যিনি গ্রেফতার করেছেন ওই পুলিশ কর্মীর নাম ও পদ প্রদর্শন করতে হবে। প্রত্যেক রাজ্যের পুলিশ মুখ্যালয়ের কন্ট্রোল রুমে গ্রেফতার ব্যক্তিদের একটা ডাটাবেস থাকবে এবং তারা কোন অপরাধে অভিযুক্ত সেটা ও লিখা থাকবে সাধারণ জনতার জানার জন্য।

৯১) "মেমো অব এরেস্ট" কি?

বেআইনি আটকের বিরুদ্ধে এটা একটা রক্ষা কবচ। "মেমো অব এরেস্ট" এ আপনার নাম, সময়, তারিখ, গ্রেফতারের স্থান এবং কি অপরাধ সন্দেহ করা হচ্ছে তার উল্লেখ থাকবে। পুলিশ, দুজন সাক্ষী এবং আপনাকে সই করতে হবে এটা সুনিশ্চিত করতে যে এতে সত্য ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ হয়েছে। এটি ম্যাজিস্ট্রেট কে দিতে হবে এবং ম্যাজিস্ট্রেট যখন প্রথম আপনাকে দেখবেন তিনি দিত্বিয়বার যাচাই করে নিবেন "মেমো অব এরেস্ট" এ যা লিখা আছে তা সত্য কি না। পুলিশকে একটি "ইন্সপেকশন মেমো" ও তৈরী করতে হবে।

৯২) "ইন্সপেকশন মেমো" কি?

হেফাজতে নেওয়ার সময় আপনার শারীরিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হল "ইন্সপেকশন মেমো"। এটা আশা করা যায় যে এতে আপনার সাধারণ শারীরিক অবস্থা, বড় ও ছোট জখম লিপিবদ্ধ থাকবে। আবার এতে আপনাকে এবং যে অফিসার গ্রেফতার করছেন তাকে সি করতে হবে এবং এর একটি প্রতিলিপি আপনাকে দেওয়া হবে। "ইন্সপেকশন মেমো" এবং "মেমো অব এরেস্ট" এর মধ্যে তফাৎ হল "ইন্সপেকশন মেমোর" জন্য আপনাকে অনুরোধ করতে হবে। অন্যথায় এটা সুনিশ্চিত করা হয় যে হেফাজতে কোনো মারধর বা নির্যাতন করা হয়নি। কিন্তু, এটা পরিষ্কার নয় যে আপনাকে পরীক্ষা করবেন। যে অফিসার গ্রেফতার করলেন তিনি যদি আপনাকে কাগজ দেবেন এমন সুরক্ষা নেই বললেই চলে। যেহেতু আপনাকে প্রথম হাজির করানোর সময় অনান্য কাগজপত্রের সঙ্গে অনুমোদিত ডাক্তারের সার্টিফিকেট ম্যাজিস্ট্রেট কে দিতে হবে, সেজন্য একজন ডাক্তার আপনাকে পরীক্ষা করবেন এবং আপনার শারীরিক অবস্থার কথা জানাবেন ম্যাজিস্ট্রেট এর কাছে হাজির করানোর আগে।

৯৩) এগুলি আমি কিভাবে জানতে পারব?

পুলিশ যখন আপনাকে গ্রেফতার করছে, আইনানুসারে পুলিশ আপনার অধিকারগুলি আপনাকে জানাতে বাধ্য। এছাড়া উপরোক্ত সুপ্রিম কোর্টের ডি, কে বসু কেসে রায়ের পর বেশ কিছু বাধ্যতা মূলক কর্তব্য আছে যা ডি, কে বসু নিয়মাবলী নামে অবিহিত, যা উলংঘন করলে পুলিশকর্মীর আইনত শাস্তি হতে পারে। সমস্ত থানায় এবং চৌকিতে ডি, কে বসু নিয়মাবলী রাখা বাধ্যতা মূলক।

৯৪) পুলিশ অফিসার কি আমাকে থানায় মারধোর করতে পারেন?

না। তিনি আপনাকে হেফাজতে থাকার সময় মারধোর করতে পারেন না, চড় মারতে পারেন না। এটা হল আইনবিরুদ্ধ এবং এরজন্য পুলিশ অফিসারের শাস্তি হতে পারে।

৯৫) স্বীকারোক্তি করার জন্য পুলিশ অফিসার কি আমার উপর বল প্রয়োগ করতে পারেন?

না। পুলিশ অফিসারের অধিকার আছে আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা, কিন্তু কিছু বলানোর জন্য আপনার উপর বল প্রয়োগ করতে পারেন না, যে সম্পর্কে আপনার কাছে কোন ও তথ্য নেই, বা আপনি কিছু বলতে চান না বা কোন ও অপরাধের স্বীকারোক্তি করানোর যে অপরাধ আপনি করেন নি। পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি আদালতে গ্রহনযোগ্য নয়।

৯৬) এতসব বিধিনিষেধ নিয়ে পুলিশ কি দোষী ব্যক্তিদের গ্রেফতার করার কাজ করতে পারে?

প্রথমত পুলিশের এটা কাজ নয় এই সিদ্ধান্ত করা কোন ব্যক্তি দোষী বা কোন ব্যক্তি দোষী নয়। পুলিশের কাজ হল সন্দেহভাজন এবং অভিযুক্তদের ধরা। কিন্তু তারা এরকম আচরণ করতে পারে না যেন ব্যক্তিটি ইতিমধ্যেই দন্ডিত এবং তাকে তাদের শাস্তি দেওয়ার অধিকার আছে। এটা হল আদালতের কাজ। এর মানে হেফাজতে থাকা ব্যক্তিদের অতি অবশ্যই প্রতিটি সুরক্ষা দিতে হবে যাতে তারা মিথ্যা অভিযোগ এবং দুর্ব্যবহারের শিকার না হয়। একারণেই এত বিধিনিষেধ। প্রকৃতপক্ষে এগুলি আদৌ বিধিনিষেধের নয়, বরং এগুলি হল যথাযত কার্যবিধি যা সুনিশ্চিত করে যে আদালতে প্রত্যেকের স্বচ্ছ সুযোগ আছে।

৯৭) অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে অধিকারগুলি কি অনেক নয়? ভুক্তিভোগীদের কি অধিকার আছে?

অনেক লোক এটা ভাবেন যে ভুক্তিভোগীদের কেউ দেখেন না। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা ভুক্তিভোগীদের অনুকূলে। ভুক্তিভোগীদের পক্ষে রাষ্ট্র অপরাধীকে ধরার জন্য খুঁজে বেড়াই। রাষ্ট্র ভুক্তিভোগীদের জন্য সরাসরি আইনজীবি

নিয়োগ করে তাঁদের মামলা আদালতে সওয়াল করার জন্য। ভুক্তিভোগীদের জন্য রাষ্ট্র দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়। কিন্তু অভিযুক্তের অবস্থান একলা। সে আদৌ দোষী নাও হতে পারে। যেহেতু অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজেকে নিজেই রক্ষা করেত হয় সেকারণে রাষ্ট্রিয় ক্ষমতা কে সমতুল্য রাখতে আইন তার জন্য আইনি পরিষেবার মতো সুযোগ-সুবিধা এবং রক্ষা কবচ রাখা হয়েছে।

৯৮) পুলিশ কি আমাকে জামিন দিতে পারে ?

যদি আপনি জামিনযোগ্য অপরাধের জন্য গ্রেফতার হন তাহলে পুলিশের কাছ থেকে জামিন পেতে পারেন। যদি আপনি জামিনযোগ্য কাজের জন্য গ্রেফতার হন সেক্ষেত্রে পুলিশ আপনাকে জামিনে মুক্ত করতে পারবে না।

৯৯) কোন অপরাধ জামিনযোগ্য আর কোন অপরাধ জামিন অযোগ্য তা জানা কি খুব গুরুত্বপূর্ণ?

হ্যাঁ। জামিনযোগ্য অপরাধ হল লঘু অপরাধ এবং এ অপরাধের জন্য জামিন পাওয়াটা অধিকারের মধ্যে পড়ে। এ ধরনের মামলায় আপনি অবিলম্বে পুলিশের কাছ থেকে জামিন পাবেন। জামিন অযোগ্য অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ এবং একমাত্র আদালতেই জামিন মঞ্জুর করতে পারে।

১০০) জামিনযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হলে আমি কখন ও জামিন পাব না?

পাবেন না এমন নয়। এমনকি জামিন অযোগ্য অপরাধে ও আপনি আপনি জামিন পেতে পারেন। আপনাকে জামিনের জন্য আদালতে দরখাস্ত করতে হবে। আদালত অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করবে, দেখবে জামিন পেলে আপনি পালিয়ে যাবেন কিনা, আপনি সাক্ষীদের ভয় দেখাবেন কিনা। যদি আদালত অনুভব করে যে উপরোক্ত একটি ও আপনি করবেন না তাহলে আদালত আপনাকে জামিন দেবে।

১০১) এটির অর্থ কি এই যে আমি এখন মুক্ত?

না। আপনাকে আদালতে বিচার প্রক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হবে এবং আদালত সিধান্ত নেবে আপনি দোষী না নির্দোষ।

পুলিশ অধিকারিদের র‍্যাঙ্ক-ব্যাজ

পুলিশ
মহানিদেশক
(ডী.জী.পী)

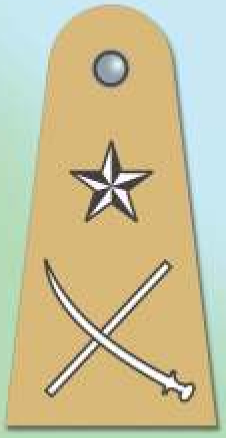

পুলিশ
মহা নিরীক্ষক
(আই.জী.পী)

পুলিশ
উপ-মহা নিরীক্ষক
(ডি.আই.জী)

বরিষ্ঠ পুলিশ
অধীক্ষক
(এস.এস.পি)

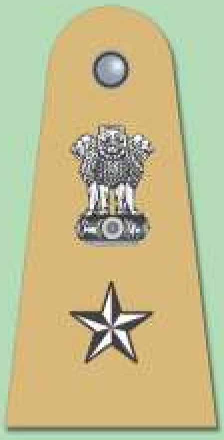

পুলিশ অধীক্ষক
(এস.পি)

পুলিশ উপ অধীক্ষক
(এস.এস.পি)

পুলিশ অধিকারিদের র‍্যাঙ্ক-ব্যাজ

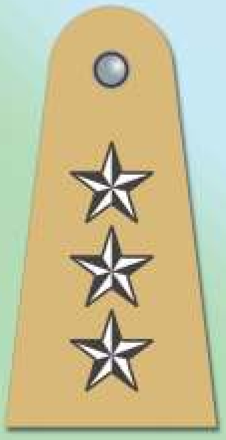

সহায়ক/উপ
পুলিশ অধীক্ষক
(এস.এস.পি/
ডী.এস.পি)

নিরীক্ষক
(আই.পি)

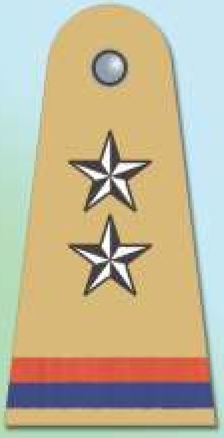

উপ-নিরীক্ষক
(এস.আই)

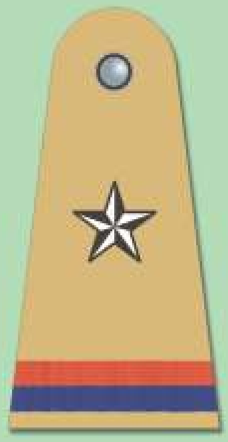

সহায়ক
উপ-নিরীক্ষক
(এ.এস.আই)

হেড কনষ্টেবল
(এইচ.সী)

সি.এচ.আর.আই এর কার্যক্রম

সি.এচ.আর.আই এর কার্যক্রম এই বিশ্বাস এর উপর আধারিত যে মানব অধিকার, বাস্তবিক লোকতান্ত্র আর বিকাস কে লোকজনের জীবনে একটা বাস্তবিকতা বানানোর জন্য, কমনওয়েলথ ও এর সদস্য দেশগুলিতে জবাবদিহি ও ভাগিদারির জন্য অনেক উচ্চ মানদন্ড আর সক্রিয় ব্যবস্থা হব উচিত আর এই জন্য নিজের ব্যাপক মানব অধিকার সমর্থনের কার্যক্রম এর অতিরিক্ত সি.এচ.আর.আই সূচনার অধিকার পর্যন্ত পৌঁছানোর, ন্যায় পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য সপক্ষতা করে। এই কাজ গুলো সি.এচ.আর.আই শোধ,প্রকাশন, কার্যশালা, সূচনা প্রসার আর সমর্থন এর মাধ্যমে করে।

মানব অধিকারের সপক্ষতা:

সি.এচ.আর.আই আধিকারিক কমনওয়েলথ নিকায় গুলো তথা সদস্য সরকারগুলো কে নিয়মিত জানকারী প্রদান করে। সি.এচ.আর.আই সময়ে সময়ে তথ্য যাচাই অভিযান চালায় এবং ১৯৯৫ সনে সি.এচ.আর.আই নাইজেরিয়া,জাম্বিয়া,ফিজি দ্বীপ সমূহ আর সিয়েরা লিও তে নিজের যাচাই দল পাঠিয়েছে। সি.এচ.আর.আই কমনওয়েলথ হিউমান রাইটস নেটওয়ার্ক এর ও সমনন্বয় করে যেটা মানব অধিকারের সপক্ষে বলার জন্য আলাদা-আলাদা সমুহগুলির সামূহিক শক্তিকে বাড়ানোর জন্য এবং ওদের কে একজোট করার জন্য। সি.এচ.আর.আই এর মিডিয়া ইউনিট ইটা ও সুনিশ্চিত করে যে মানব অধিকার এর আলোচ্য বিষয়গুলোর চেতনা জীবিত থাকে।

সূচনা পর্যন্ত পৌছানো:

সি.এচ.আর.আই সিভিল সমাজ আর সরকার কে কার্যবাহির জন্য প্রেরিত করে, একটা সুধৃঢ় আইন এর সমর্থনে প্রায়োগিক বিশেষজ্ঞ কেন্দ্র হিসাবে কার্য করে তথা একটা স্বাস্থ্যকর পরম্পরা গড়ে তুলতে ও কারিগর করতে সহযোগীদের সহযোগিতা করে। সি.এচ.আর.আই সিভিল সমাজ আর সরকারের ক্ষমতা নির্মাণ তথা নীতি নির্মাতাদের সমর্থনে স্থানীয় সমূহ আর অধিকারীদের সাথে সহযোগ করে। সি.এচ.আর.আই দক্ষিন এশিয়ায় সক্রিয় তথা সম্প্রতিই ভারতে একটা রাষ্ট্রিয় আইন এর জন্য একটা সফল অভিযান করেছে, আফ্রিকা তে আইন বানানোর জন্য সমর্থন আর জ্ঞান প্রদান করেছে তথা প্রশান্ত ক্ষেত্র তে আইন পর্যন্ত পৌছানোর রুচি বাড়ানোর জন্য আঞ্চলিক ভাবে আর রাষ্ট্রিয় সংঘটন এর সাথে কাজ করে।

ন্যায় পর্যন্ত পৌছানো:

পুলিশ সংশোধন:

অনেক দেশে পুলিশকে কে নাগরিকের অধিকারের সংরক্ষক হিসাবে না দেখে দেশের একটা দমনকারী তন্ত্র হিসাবে দেখা হয়, ফলস্বরূপ অধিকারগুলোর অত্যাধিক উল্লঙ্ঘন হয় আর নাগরিকদের কে ন্যায় থেকে বঞ্চিত হতে হয়। সি.এচ.আর.আই ব্যবস্থার ত্রুটি সংশোধন করাকে উসাহিত করে যাতে পুলিশ বর্তমান শাসনের একটা তন্ত্র হিসাবে না বরং বিধিসম্মত আইন কে বজায় রাখার এক সংস্থা হিসাবে কাজ করে। ভারতে সি.এচ.আর.আই এর কার্যক্রম এর উদ্দেশ্য পুলিশ সংশোধন এর জন্য স্প্মর্থন জুটানো। পূর্ব আফ্রিকায় আর ঘানা তে সি.এচ.আর.আই পুলিশ উত্তরদায়িত্ব আর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এর বিষয়গুলির যাচাই করছে।

কারাগার সংশোধন:

সি.এচ.আর.আই এর কার্য পারম্পরিক রূপে বন্ধ কারাগার ব্যবস্তা তে পারদর্শিতা আনা আর অপকর্মগুলি কে উজাগর করা। এক প্রমুখ কাজ হল ওই বিধিক প্রণালীর অসফলতা কে উজাগর করা যার ফলস্বরূপ কারাগারগুলোতে নিজের ক্ষমতা থেকে অনেক বেশি লোককে রাখা হয় যাদের আদালতের বিচারাধীন হওয়ার আগে অনুচিত রূপে লম্বা অবধির জন্য রাখা হয় তথা কারাবাসে কায়দিদের ওদের শাস্তির অবধি থেকে বেশি সময় রাখা হয় তথা ওরা সমস্যাগুলোর সমাধানে ও সহাযতা করে। এর আর এক উদ্দেশ্য হলো কারগার পর্যবেক্ষণ প্রণালী যেটা পুরোপুরি ভাবে অসফল হয়েছে ওটা কে পুনঃ শুরু করা। আমাদের বিশ্বাস যে এই ক্ষেত্রে ধ্যান কেন্দ্রিত করলে কারাগার প্রশাসনে সংশোধন হবে আর ন্যায় প্রশাসনের উপর এর সমগ্র রূপে প্রভাব পড়বে।

বয়স্কদের জন্য সেখার যোগ্য বাল পুস্তিকা

Friedrich Naumann STIFTUNG FÜR DIE FREIHEIT

উ এস ও হাউস ৬, স্পেশাল ইন্সটিটুসনাল এরিয়া, নিউ দিল্লী -110067, ভারত
ফোন: +91-11-26862064 or +91-11-26863846 ফেক্স: +91-11-26862042
www.southasia.fnst.org/www.stiftung-freiheit.org

ডেলিগেশন অব দি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন টু ইন্ডিয়া

49, সুন্দর নগর, নিউ দিল্লী - 110003
ফোন: +91-11-42195219
ফেক্স: +91-11-41507206, 07
Website: http://eeas.europa.eu/delegations/ondia/index_en.htm

এই প্রতিবেদনটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় সম্ভব হয়েছে. ইউরোপীয় ইউনিয়ন ২৭ টি সদস্য রাষ্ট্রের একটি জুট যারা ধীরে ধীরে এটা ধার্য করেছে যে তাদে জ্ঞান, সম্পদ আর ভাগ্য তারা একজনে আরেকজনের সাথে জুড়বে। একসাথে গত ৫০ বছরে যে বিস্তার তাদের ঘটেছে, তারা এক ধরনের স্থায়ীত্ব, গণতন্ত্র আর সাসটেনএবল ডেভেলপমেন্ট গড়ে নিয়েছে নিজের জন্য পরস্পর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, সহনশীলতা আর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কে বহাল রেখে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন তার সীমানা অতিক্রম করে দেশ ও জাতির সঙ্গে তার সাফল্য এবং তার মূল্যবোধ ভাগ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এই রিপোর্টের বিষয়বস্তুর জন্য একমাত্র দায়িত্ব সি.এচ.আর.আই এর এবং কোন পরিস্থিতিতে একে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিচার হিসাবে গণ্য করা যাবে না।

কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ

55 সিদ্ধার্থ চেম্বারস, কালু সরাই, তৃতীয় তল, নতুন দিল্লি -110016
ফোন: + 91-11-4318-0200, 4318-0201
ফ্যাক্স: + 91-11-2686-4688
info@humanrightsinitiative.org, www.humanrightsinitiative.org